আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম

আঞ্জুমান এর কার্যক্রমসমূহ:

- বেওয়ারিশ লাশ কাফন-দাফন ও অসমর্থ লোকদের লাশ কাফন-দাফনে সহায়তা।
- জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের লাশ পরিবহনের সহায়তা।
- ৪টি কেবিনেট বিশিষ্ট স্থিত ফ্রিজ শবাগার (ঝঃধঃরপ ঋৎববুবৎ গড়ৎঃঁধৎু) এ অনেক দিন মরদেহ সংরক্ষণের সেবা প্রদান।
- ফ্রি-ফ্রাইডে ক্লিনিক পরিচালনা।
- গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান।
- ভ্রাম্যমান মরচুয়ারীতে (ফ্রিজার) মরদেহ সংরক্ষণ ও পরিবহন সেবা প্রদান।
- স্বল্প খরচে আলাদা আলাদা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এ্যাম্বুলেন্সে রোগী ও মরদেহ পরিবহণ সেবা প্রদান।
- চট্টগ্রামের বাইরে লাশ পরিবহনের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত লাশবাহী গাড়ীর ব্যবস্থা।
- মুসলিম এতিমখানা পরিচালনা।
- সরকারী এতিমখানায় ধর্মীয় শিক্ষিকা নিয়োগ।
- প্রতিবন্ধীদের সাহায্য প্রদান।
- পবিত্র ঈদের সময় দুঃস্থ মানুষের মাঝে নতুন কাপড় বিতরণ।
- দরিদ্র, মুসলিম বালকদের বিনামূল্যে সুন্নতে খতনার ব্যবস্থা।
- ইপিআই প্রোগ্রাম পরিচালনা।
- বিভিন্ন দুর্যোগের সময় দুর্গত এলাকায় ত্রাণকার্য পরিচালনা ও চিকিৎসা প্রদান।
- নূরানী পদ্ধতিতে পবিত্র কোরান শিক্ষা দান।
- দরিদ্র অভিভাবকগণকে কন্যার বিবাহে সাহায্য প্রদান।
- দরিদ্র ব্যক্তিদের শীতবস্ত্র প্রদান।
- দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা প্রদান।
- অসহায় ও দুঃস্থ রোগীদের সাহায্য প্রদান।

আঞ্জুমানের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহঃ

- আর্থিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতার লক্ষ্যে এবং সেবা কার্যক্রম প্রসারের উদ্দেশ্যে আঞ্জুমানের বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ।
- আঞ্জুমানের বহুতল ভবন (২৪ তলা) নির্মাণের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে এবং অচিরেই ভবন নির্মাণ করা হবে।
- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।
- চট্টগ্রাম মহানগরীর উপকণ্ঠে কবরস্থান, কারিগরী বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, এতিমখানা ও হাসপাতাল স্থাপন।
- ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণার জন্য গ্রন্থাগার স্থাপন।
- বয়স্ক ব্যক্তি, শিশু এবং জেলখানার সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন ব্যক্তিগণের জন্য ইসলামী বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা।
- সেবা সম্প্রসারণের জন্য এ্যাম্বুলেন্স ও লাশবহনকারী গাড়ী সংগ্রহ।
- ভ্রাম্যমান মেডিক্যাল ইউনিটের মাধ্যমে দুঃস্থ মানুষের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান।
- গ্রামাঞ্চল থেকে আগত রোগীদের সহগামীর জন্য 'হোম' নির্মাণ।
- দুঃস্থ ও অক্ষম মুসলিম পরিবারকে মাসিক ভিত্তিতে আর্থিক সাহায্য প্রদান।
- দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- দুঃস্থ ও বয়স্ক ভাতা প্রদান।
- অতি দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা প্রদান।
- দাফনসেবা প্রকল্পের আওতায় লাশ গোসল ও দাফন সম্পন্ন করা।
- আঞ্জুমানের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রম প্রবর্তন।
- একটি বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণ।

সূচী

১	বিগত ২০/০৭/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী	১৬-২০
২	নির্বাহী কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৯ ও ২০২০ খ্রিঃ	২১-৩৪
৩	যাকাত দাতাদের নামের তালিকা ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ	৩৫-৫৫
৪	দাতাদের সার্বিক অনুদান ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ	৫৬-৬০
৫	বর্তমান নির্বাহী পরিষদ	৬১-৬৩
৬	আজীবন সদস্যদের নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর	৬৪-৮৪
৭	ফ্রি ফাইডে ক্লিনিক রিপোর্ট	৮৫
৮	অডিট রিপোর্ট ২০১৯-২০২০	৮৬-১৩৪
৯	বার্ষিক বাজেট	১৩৫-১৩৭

বার্ষিক সাধারণ সভার (২০১৯ ও ২০২০)
আলোচ্যসূচীঃ

১। বিগত ২০/০৭/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা।

২। নির্বাহী কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৯ ও ২০২০ খ্রিঃ অনুমোদন।

৩। বার্ষিক অডিট রির্পোট-২০১৯ ও ২০২০ খ্রিঃ অনুমোদন।

৪। সংস্থার ২০২১ খ্রি. সালের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও নিরীক্ষকের ফিস নির্ধারণ।

৫। ২০২২ খ্রিঃ সালের প্রস্তাবিত বাজেট ও ২০২৩ খ্রিঃ সালের প্রস্তাবিত ছায়া বাজেট অনুমোদন।

৬। নির্মানাধীন বহুতল ভবনে আঞ্জুমান হাসপাতাল নির্মাণ প্রস্তাব অনুমোদন।

৭। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ট্রাফিক মহোদয়কে পদাধিকার বলে সংস্থার সহ-সভাপতি নির্বাচিত করণ প্রসঙ্গে।

৮। সংস্থার পুরাতন ০২টি এ্যাম্বুলেন্স বিক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন।

৯। বিবিধ।

২০/০৭/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৯ তম
বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী:

সভা আরম্ভ

অদ্য ২০/০৭/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ রোজ শনিবার বেলা ১১ ঘটিকায় সংস্থার ৩৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা -২০১৮ খ্রিঃ সংস্থার মাননীয় সভাপতি ও পুলিশ কমিশনার, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ,চট্টগ্রাম জনাব মোঃ মাহাবুবর রহমান,বিপিএম,পিপিএম- এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জনাব নজমুল হক চৌধুরীর উপস্থাপনায় দামপাড়াস্থ পুলিশ লাইন্স সিএমপি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভার কোরামের জন্য সদস্য সংখ্যা ৩০ জন বিধান রাখা হলেও সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার র্নিধারিত সময় বেলা ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত ২৩ জন সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়, অতএব কোরাম সংকটের কারনে বেলা ১১.০০ ঘটিকায় সভা মূলতবী করে ৩০ মিনিট বিরতির পর বেলা ১১.৩০ ঘটিকায় ৩৩ জন সদস্য নিয়ে মূলতবী সভা আরম্ভ করা হয়। সভা শেষ হওয়া র্পযন্ত সর্বমোট ৪২ জন আজীবন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র কোরাআন থেকে তেলওয়াত ও দোয়াঃ

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন হাফেজ মাওলানা মোঃ মঞ্জুর আলম। সদ্য ইন্তেকাল কারী আজীবন সদস্য এ কে এম জাফরুল ইসলাম,কাউন্সিলর বাকলিয়া ওয়ার্ড,হাজী সেকান্দর হোসেন সওদাগর,কাজী আবু তাহের, আলহাজ্ব আবু তাহের(সওদাগর),চেয়াম্যান, এশিয়া গ্রুপ,মোঃ গোলাফুর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন। মানব সেবা করতে গিয়ে শাহাদাৎ বরণ কারী ইঞ্জিনিয়ার মুনাওয়ার আহমদ, ইঞ্জিনিয়ার হারুন সালাম, সাহেদুল আলম কাদেরী, তাহাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন। এছাড়াও এম এ সালাম, আবুল খায়ের মেম্বার, আশ্রাফ আলী খান, কাজী আব্দুল কাইউম, হাজী মোঃ জাকারিয়া, আলহাজ্ব এস.এম শফি,আলহাজ্ব গোলাম মোহাম্মদ সহ আরও যারা মৃত্যু বরণ করেছেন, তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং এ র্পযন্ত আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম কর্তৃক যে সকল বেওয়ারিশ লাশ কাফন-দাফন করা হয়েছে তাদের রুহের মাগফেরাত ও আল্লাহ যেন তাদের বেহশত্ নসীব করেন আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন। একটি সুন্দর চট্টগ্রামের এবং বাংলাদেশকে একটি সুন্দর ও সম্বৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য দোয়া করেন। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যারা শ্রম দিয়েছেন তাদের জন্য দোয়া করেন। পুলিশ কমিশনার মহোদয় শত ব্যস্ততার মধ্যেও সময় ও শ্রম দিয়ে আঞ্জুমানে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তাঁহার জন্য দোয়া করেনন।

সভাপতি মহোদয়কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা ঃ

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয়কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান সংস্থার সিনিয়র সহ-সভাপতি এম এ মালেক, সহ-সভাপতি শামসুল আলম শামীম,সাধারণ সম্পাদক নজমুল হক চৌধুরী ,কোষাধ্যক্ষ মোরশেদুল আলম কাদেরী,সহ-সাধারণ সম্পাদক কাজী মোঃ আশেকে এলাহী সহ র্নিবাহী কমিটির সদস্য বৃন্দ।

শোক প্রস্তাব ঃ

সাধারণ সম্পাদক মহোদয় সদ্য ইন্তেকালকারী আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম চট্টগ্রামের আজীবন সদস্য এ কে এম জাফরুল ইসলাম,হাজী সেকান্দর হোসেন সওদাগর, কাজী আবু তাহের, আলহাজ্ব আবু তাহের(সওদাগর) ও মোঃ গোলাফুর রহমানের ইন্তেকালে সভায় একটি শোক প্রস্তাব করেন । সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

স্বাগত ভাষন ঃ

জনাব শামসুল আলম শামীম, সহ-সভাপতি

সভায় স্বাগত ভাষন দেন সংস্থার সহ-সভাপতি জনাব শামসুল আলম শামীম। তিনি আজ পর্যন্ত এই সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত থেকে যারা ইন্তেকাল করছেন তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে,আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে অত্র সংস্থার বহুতল ২৪তলা ভবন নির্মাণ। আশা করছি অচিরেই বর্তমান সভাপতি মহোদয়ের নেতৃত্বে ভবন নির্মাণ কাজ শেষ করতে পারব। এই ভবন র্নিমাণ করা হলে অগনিত দুঃস্থ মানুষকে সেবা দিতে পারব। তিনি বলেন,আমরা বেশ কিছু প্রকল্প পরিচালনা করছি- তারমধ্যে গরীব ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি, ফ্রি - ফ্রাইডে ক্লিনিক (যাতে বিনামূল্যে ঔষুধ সরবরাহ করা

হয়), গরীব ও দুঃস্থদের সহযোগিতা, শীতকালে শীতবস্ত্র প্রদান, ঈদে দুঃস্থদের নুতন কাপড় সহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছি। আমরা নিয়মিত বেওয়ারীশ লাশ দাফন, এ্যাম্বুলেন্স সেবা, এতিমখানা পরিচালনা, আঞ্জুমানের কোরআন শিক্ষাকেন্দ্র, স্থায়ী মরচুয়ারী ও ভ্রাম্যমান ফ্রিজার মরচুয়ারী সেবা প্রদান করে যাচ্ছি। ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে আমরা ২৭৭টি বেওয়ারীশ লাশ দাফন করেছি এবং ৫৮৫ টি এ্যাম্বুলেন্স সেবা দিয়েছি। এই জনসেবা মূলক কাজে সকলের সহযোগিতা ও সাহায্য কামনা করেন। পরিশেষে আজকের এই সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাহার বক্তব্য শেষ করেন।

৩৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভার (২০১৮) আলোচ্যসূচী ও কার্যবিবরণী ঃ -

১। বিগত ১০/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৮ তম বার্ষিক ২০১৭খ্রিঃ সাধারণ সভার কার্যবিবরনী নিশ্চিত করন প্রসঙ্গ ঃ

বিগত ১০/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করার জন্য সাধারণ সম্পাদক মহোদয় উপস্থিত সদস্যদের নিকট পাঠ করে শুনান । কার্যবিবরণী সঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় । সর্ব- সম্মতিক্রমে ৩৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণ করা হয়।

২। নির্বাহী কমিটির ২০১৮ খ্রিঃ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদনঃ

সাধারণ সম্পাদক মহোদয় ২০১৮ খ্রিঃ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনটির মূল বিষয় প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ পাঠ করেন। প্রতিবেদনের প্রতিটি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অতপর উল্লিখিত বার্ষিক প্রতিবেদনটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

৩। বার্ষিক অডিট রিপোর্ট- ২০১৮ অনুমোদনঃ

মেসার্স শফিক বসাক এন্ড কোং কর্তৃক ১লা জানুয়ারী ২০১৮ খ্রিঃ থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সংস্থার হিসাব নিরীক্ষণ করা হয়। নির্বাহী কমিটির ২০/১০/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পেশ করা হলে বিস্তারিত আলোচনার পর অডিট রিপোর্ট অনুমোদন করা হয়। প্রনীত অডিট রিপোর্ট কোষাধ্যক্ষ, জনাব মোরশেদুল আলম কাদেরী মহোদয় কর্তৃক অদ্য সাধারণ সভায় উপস্থাপন করেন। পরে সম্মানিত আজীবন সদস্য জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন সদস্য নং- ৮১ বার্ষিক অডিট রিপোর্ট- ২০১৮ অনুমোদনের প্রস্তাব করেন এবং সম্মানিত আজীবন সদস্য জনাব এম এ রাজ্জাক,সদস্য নং ১৪৭ উক্ত প্রস্তাব সর্মথন করেন।

অতঃপর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

৪। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ সালের জন্য সংস্থার হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ ও ফি নির্ধারণঃ

শফিক বসাক এন্ড কোং কর্তৃক গত ২০১৭ ও ২০১৮ খ্রিঃ সালের সংস্থার অডিট করেছেন। এ বৎসর ও শফিক বসাক এন্ড কোং অডিট ফার্ম থেকে ২০১৯ খ্রিঃ সালের অডিট করনের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। শফিক বসাক এন্ড কোং ২০,০০০/- টাকা অডিট ফি ধার্য্য করে দরপত্র দাখিল করেছেন। যেহেতু শফিক বসাক এন্ড কোং কর্তৃক গত ২০১৭ খ্রিঃ সাল এবং ২০১৮ খ্রিঃ সাল সংস্থার অডিট করেছেন আর অন্য কোন অডিট ফার্ম থেকে কোন অডিট প্রস্তাব পাওয়া য়ায় নাই, কোষাধ্যক্ষ মহোদয় র্কতৃক , এ বৎসর ও শফিক বসাক এন্ড কোং অডিট ফার্ম থেকে ২০১৯ খ্রিঃ সালের অডিট করনের প্রস্তাব করেন, সম্মানিত আজীবন সদস্য আলহাজ্ব মোঃ মহিউদ্দিন, সদস্য নং- ২৪৭ বার্ষিক অডিট রিপোর্ট- ২০১৮ অনুমোদনের প্রস্তাব করেন এবং সম্মানিত আজীবন সদস্য জনাব এম এ রাজ্জাক,সদস্য নং ১৪৭ উক্ত প্রস্তাব সর্মথন করেন। অতপর শফিক বসাক এন্ড কোং অডিট ফার্ম কে ২০১৯ খ্রিঃ সালের অডিট জন্য অডিটর হিসেবে নিয়োগ দেয়ার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, শফিক বসাক এন্ড কোং র্কতৃক ধার্য্যকৃত ২০,০০০/- টাকা অডিট ফি অনুমোদিত হয়। শফিক বসাক এন্ড কোং কর্তৃক ধার্য্যকৃত ২০,০০০/- টাকা হতে ১০,০০০/-টাকা সংস্থাকে অনুদান হিসেবে দিয়ে আসছেন। উক্ত ১০,০০০/-টাকা এই বৎসরও অনুদান হিসেবে প্রদানে আলোচনা করার জন্য সাধারণ সম্পাদক মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়এ

৫ । ২০১৯ খ্রিঃ সালের বাজেট এবং ২০২০ খ্রিঃ সালের ছায়া বাজেট অনুমোদনঃ

২০১৯ খ্রিঃ সালের বাজেট এবং ২০২০ খ্রিঃ সালের ছায়া বাজেট সাধারণ সম্পাদক মহোদয় কর্তৃক সভায় পেশ করা হলে, বাজেট নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় । পরে সম্মানিত আজীবন সদস্য জনাব মীর ফজলে আকবর শাহজাহান, সদস্য নং- ২৫৩, ২০১৯ খ্রিঃ সালের বাজেট এবং ২০২০ খ্রিঃ সালের ছায়া বাজেট অনুমোদনের প্রস্তাব করেন এবং সম্মানিত আজীবন সদস্য জনাব মোহাম্মদ খায়রুল বশর,সদস্য নং- ২৪৯ উক্ত প্রস্তাব সর্মথন করেন ।

অতপর ২০১৯ খ্রিঃ সালের বাজেট এবং ২০২০ খ্রিঃ সালের ছায়া বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয় ।

৬ ।"স্মারক লিপি এবং বিধিমালা" অর্ন্তগত ধারা-১৬.১(ক)মতে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম চট্টগ্রামের জুলাই,২০১৯খ্রিঃ হতে জুন ২০২৩ খ্রিঃ মেয়াদের র্নিবাহী পরিষদ" এর জন্য সদস্য মনোনয়ন বা র্নিবাচন প্রসঙ্গ ।

সাধারণ সম্পাদক মহোদয় সভায় অবহিত করেন যে, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম এর র্নিবাহী পরিষদ ২০১৫-২০১৯ এর মেয়াদ শেষ হয়েছে । স্বারকলিপি এবং বিধিমালার অন্তর্গত ধারা ১৬.১ মতে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম এর জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে " নির্বাহী পরিষদ" মনোনয়ন প্রয়োজন । র্নিবাহী কমিটির গত ১৬/০৭/২০১৯খ্রিঃ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সভাপতি মহোদয়ের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক মহোদয় ২৪ সদস্য বিশিষ্ট জুলাই,২০১৯ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৩ খ্রিঃ মেয়াদে " নির্বাহী পরিষদ" ঘোষনা করেন ।

পরে সম্মানিত আজীবন সদস্য আলহাজ্ব এম এ ছাত্তার, সদস্য নং- ১৮৬, জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে " নির্বাহী পরিষদ" মনোনয়ন অনুমোদনের প্রস্তাব করেন এবং সম্মানিত আজীবন সদস্য আলহাজ্ব মোঃ জানে আলম ,সদস্য নং- ৯৪ উক্ত প্রস্তাব সর্মথন করেন ।

অতপর জুলাই ২০১৯খ্রিঃ হতে জুন ২০২৩খ্রিঃ মেয়াদে " নির্বাহী পরিষদ" সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয় ।

৭ । বিবিধঃ-

তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে সভায় অনারারী (ঐড়হড়ৎধৎু) সদস্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । অনারারী (ঐড়হড়ৎধৎু) সদস্য বৃন্দ সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু ভোট প্রদান করতে পারবেন না বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । প্রস্তাবিত কবরস্থান প্রাপ্তিতে মাননীয় ভূমি মন্ত্রীর সাথে সভাপতি মহোদয়কে সাথে নিয়ে নির্বাহী কমিটির সদস্য বৃন্দের সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । ফ্রি ফ্রাইডে ক্লিনিক পরিচালনায় মেডিকেল কমিটির চেয়ারম্যান ও সহ-সভাপতি প্রফেসর (ডাঃ) মাহমুদ এ চৌধুরী (আরজু) মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় । অত্র সংস্থার ফ্রি ফ্রাইডে ক্লিনিকে নিয়মিত ঔষধ প্রদান করায় ডাঃ খুরশিদ আরা বেগম এবং প্রফেসর ডাঃ মোঃ গোফরানুল হক
মহোদয়দেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় । বিনা মূল্যে ঔষধ সরবরাহের জন্য ঔষধ কোম্পানি সমূহকে চিঠি দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

আজীবন সদস্যদের বক্তব্যঃ

আলহাজ্ব মোঃ নুরুল্লাহ - সদস্য নং ১৫৫

সম্মানিত সদস্য আলহাজ্ব মোঃ নুরুল্লাহ মহোদয় তাহার বক্তব্যে বলেন যে, ভবন নির্মাণের তহবিল সংগ্রহে সভাপতি মহোদয়,এম এ মালেক সাহেব, শামসুল আলম শামীম সাহেব সেক্রেটারী নজমুল হক চৌধুরী সাহেব, কোষাধ্যক্ষ মোরশেদুল আলম কাদেরী সাহেবকে নিয়ে কমিটি গঠন করে এগিয়ে গেলে টাকার অভাব হবেনা বলে উল্লেখ করেন ।

জনাব মোঃ ওসমান গণি- সদস্য নং-২৪৪

সম্মানিত সদস্য জনাব মোঃ ওসমান গণি, জাকাত ও দান-অনুদান প্রদান কারীদের ধন্যবাদ পত্র দেওয়ার কথা বলেন । কেন্দ্রীয় অফিস থেকে পূর্বে একলক্ষ টাকা করে প্রতি বছরে অত্র শাখাকে প্রদান করতেন । বর্তমানে উক্ত টাকা প্রদান বন্ধ আছে । উক্ত টাকা

প্রদান পুনরায় চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় অফিসে ১ টি চিঠি দেওয়ার জন্য বলেন।

জনাব খায়রুল বশর, সদস্য নং- ২৪৯

সম্মানিত সদস্য জনাব খায়রুল বশর লাইফ মেম্বার ফি কমানো যায় কি না সভায় প্রস্তাব করেন।

প্রফেসর এম ডি এম কামাল উদ্দিন চৌধুরী, সদস্য নং- ১৪৬

সম্মানিত সদস্য প্রফেসর এম ডি এম কামাল উদ্দিন চৌধুরী বলেন, আঞ্জুমান এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার প্রতি সবার আলাদা শ্রদ্ধা আছে। তহবিল সংগ্রহে আমরা যদি এ-ক্লাস, বি-ক্লাস, সি-ক্লাস তিনটি তালিকা তৈরি করি এবং এ ক্লাসের প্রতি জন থেকে ১ কোটি টাকা করে অন্তত ২০ জন থেকে ২০ কোটি টাকা আদায় করা যাবে। এভাবে বি-ক্লাস, সি-ক্লাস থেকে বাছাই করে অনুদান সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব। এ ব্যাপারে সভাপতি মহোদয়কে পদক্ষেপ নিতে হবে বলে উল্লেখ করেন। তাহাঁর নিজস্ব পক্ষ থেকে সহযোগিতা করবেন বলে জানান।

জনাবা সেতারা গাফ্ফার ঃ সদস্য নং-২৭৯

সম্মানিত সদস্য জনাবা সেতারা গাফ্ফার সভায় অবহিত করেন যে, তিনি নিজে কোন এক সময় ইউনাইটেট কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ এর পরিচালক ছিলেন। সেই সময়ের পুলিশ কমিশনার মহোদয় একটি হাসপাতাল নির্মাণে তাহার সহযোগিতা চেয়ে ফোন করেছিলেন। তিনি ব্যাংকের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে অনুমোদনের মাধ্যমে দশ লক্ষ (১০,০০,০০০/-) টাকা অনুদানের সহায়তা করেন। তিনি পরামর্শ প্রদান করেন যে, বাংলাদেশের বেশীরভাগ ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও পরিচালকবৃন্দ চট্টগ্রামের হয়ে থাকেন। তাঁদের একটা তালিকা তৈরি করে পুলিশ কমিশনার মহোদয়কে দিয়ে ফোন করালে ভাল তহবিল সংগ্রহ করা যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শুভেচ্ছা বক্তব্যঃ

জনাব, এম এ মালেক, সিনিয়র সহ-সভাপতি ঃ

সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব এম এ মালেক পরম করুনাময় আল্লাহর নামে তাঁহার শুভেচ্ছা বক্তব্য শুরু করেন এবং বলেন, "ঝবৎারপব ঃড় ঐঁসধহরঃু রং ঃযব ঢ়ৎরপব বি সঁংঃ ঢ়ধু ভড়ৎ ঃযব ংঢ়ধপব বি ড়পপঁঢ়রব ড়হ ঃযরং বধৎঃয.চ এই দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা আমাদের পাঠিয়েছেন তাহাঁর শুকরিয়া আদায় করার জন্য। যে জায়গাটা আমরা দখল করে আছি তার জন্য আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করা প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা মানব সেবায় সব চেয়ে বেশি খুশি হন। সুতরাং আমাদের মধ্যে যারা সৌভাগ্যবান তাদের উচিত যারা কম সৌভাগ্যবান তাদের প্রতি সেবার হাত প্রসারিত করা। আমরা আগে শুধু মৃত ব্যক্তিদের জন্য কাজ করতাম, এখন বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছি। আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম আনোয়ারা জাকারিয়া এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করার পর সেখানে এতিমদের ভরন-পোষণ ও লেখাপড়ার দায়িত্ব নিয়েছি। আমরা এতিমখানায় একটি টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট করার চিন্তা করছি। দরকার হয় এতিমখানার বরাদ্দকৃত টাকা আরো বাড়িয়ে দিব। এতিমখানা থেকে একটি ছেলে বের হয়ে আরো অসহায় হয়ে যায়, সে আর কোন কাজ করতে পারেনা। তিনি আরো বলেন যে, আমাদের সকলের সমান অংশগ্রহণ দরকার। আমরা কেহ শ্রম দেব কেহ আর্থিক সহযোগিতা করব। আমরা সবাই প্রতিষ্ঠিত। আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে একত্রিত হয়েছি আপনারা সবাই যদি একটু একটু হাত প্রসারিত করেন তবে আমরা অনেক টাকা তুলতে পারব এবং আমরা অনেক কাজ করতে পারব। কষ্ট করে অদ্যকার সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। আমরা সবাই একত্রে থাকব, একত্রে কাজ করব এই আশাবাদ ব্যক্ত করে বক্তব্য শেষ করেন।

সভাপতি মহোদয়ের সমাপনী বক্তব্য ঃ

সভাপতি মহোদয় তাঁহার সমাপনী বক্তব্য বলেন যে, মানব সেবা বড় সেবা। আমরা সব কিছুর উর্দ্ধে যদি চিন্তা করি আমাদের সামনের জীবন সামনের অদূর ভবিষ্যৎ আমরা মৃত্যুকেই সামনে দেখতে পাই এবং মৃত্যুর পরে আমাদের যে প্রাপ্তি হওয়ার কথা সেই প্রাপ্তি গুলি কিভাবে আদায় করে নিচ্ছি তার একটি হচ্ছে যে কাজে আপনি এখানে এসেছেন, আমরা এসেছি এবং আমরা এখানে বসেছি। আশা করি আমরা হক নিয়তে আছি, সহিহ্ নিয়তে আছি। এই নিয়ত ঠিক থাকলে ইনশাল্লাহ এই সংগঠন বড় রূপ লাভ করবে। আমরা যারা সরকারী চাকুরী করি, এক অথবা দুই বছর এখানে স্থায়ী ভাবে থাকি। এই সংগঠন দিয়ে মানব সেবা করতে বা

উপকৃত করতে আপনাদেরই বেশী কাজে লাগবে। আমি আশা করব এই সংগঠন দাড়িয়ে গেলে চট্টগ্রামবাসী উপকৃত হবে, চট্টগ্রামের অসহায় মানুষ উপকৃত হবে। এই বিষয়ে আমার পক্ষ থেকে পূর্বে যারা পুলিশ কমিশনার মহোদয় এসেছিলেন সংস্থার উন্নয়নে কাজ করে গেছেন এবং ভবিষ্যতে যারা আসবেন সহযোগিতা নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানকে দাড় করানোর চেষ্টা করবেন। এইটা আমার অনুরোধ। আমরা শত রকমের ব্যস্ততার মধ্যে থাকি। আশা করছি আমাদের যে বড় কাজ সেই কাজের সফল পরিণতি লাভ করার জন্য যা যা করা দরকার আমি ব্যক্তিগত ভাবে তৈরী আছি। আপনারা আমার যে কোন সহযোগিতা নিতে পারেন। যেখানে যাওয়া দরকার আমি নিজে যাবো, ফোনে কথা বলার দরকার হলে কথা বলব। এই বিষয়ে সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মহোদয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আপনারা একটা ছোট্ট আকারে তালিকা করেন, অফিস সময়ে হোক আর অফিস সময়ের পরে হোক আমি কয়েকজনকে নিয়ে ভিজিট করব। এই চট্টগ্রামে

আঞ্জুমানের মত প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ করা না গেলে পুরো বাংলাদেশের কোথাও করা যাবেনা। কারণ এই শহর বিত্তবানদের শহর এবং বড় মনের লোকদের শহর। আশা করি এই কাজ করতে সফল হব, এই লক্ষ্যেই এগিয়ে যাবো। এই আশাবাদ ব্যক্ত করে বক্তব্য শেষ করেন।

অতপর আর অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সি এম পি'র পক্ষ থেকে সভায় উপস্থিত সকল সদস্যদের দুপুরের খাবারের আপ্যায়নের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সাধারণ সম্পাদক
আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম।

20 07 19

(মোঃ মাহাবুবর রহমান, বিপিএম পিপিএম)
সভাপতি,
আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম।
ও
পুলিশ কমিশনার,
চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ, চট্টগ্রাম।

বিছমিলাহির রাহমানির রহিম

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯ ও ২০২০ খ্রিঃ

ভূমিকা ঃ-

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুলাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মানবসেবার ইতিহাসে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। ভারত বিভাগের আগে কলকাতায় এর গোড়াপত্তন হলেও বর্তমানে বাংলাদেশের ৪৩টি শাখায় এর সেবার কার্যক্রম চালু রয়েছে। সম্পূর্ণ জনগণের দেয়া দান, অনুদান, যাকাত ও সদস্যদের চাঁদায় ও অর্থায়নে এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে। এই সংস্থাকে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকারী ও বেসরকারী-ভাবে বহুবার পুরস্কৃত করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৮৪ খ্রিঃ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার, ১৯৯৬ খ্রিঃ সালে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার, ২০০৪ খ্রিঃ সালে ডাঃ ইব্রাহীম স্মৃতি স্বর্ণ পদক পুরস্কার এবং ২০০৬ খ্রিঃ সালে নওয়াব স্যার সলিমুল্লা একাডেমী পুরস্কার উল্লেখযোগ্য।

কিছু মানুষ মরনের পরেও লোক সমাজে অমর হয়ে থাকেন। তাঁদের কার্যকলাপ জনহিতকর কাজের মাধ্যমে। তেমনি অনেকের মত অমর হয়ে আছেন ভারতের সুরাট শহরের দানবীর শেঠ ইব্রাহীম মোহাম্মদ ডুপ্লে।

১৯০৫ খ্রিঃ সালে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়

১৯০৫ সালে শেঠ ইব্রাহিম মুহাম্মদ ডুপ্লের উদ্যোগে কলকাতায় এ প্রতিষ্ঠানটি সাংগঠনিক রূপ পায়। কারো নামে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেনি। সেবামূলক এ প্রতিষ্ঠানের নাম দেয়া হয় "আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম"। এ তিনটি শব্দের অর্থ হচ্ছে "ইসলামী জনকল্যাণ সংস্থা"।

১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে যাঁরা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন:

১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে এই উপমহাদেশের বেশ কয়েকজন স্বনাম ধন্য মুসলমান ব্যক্তিত্ব আঞ্জুমানের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের মধ্যে জাস্টিস সৈয়দ শরফুদ্দিন, প্রিন্স গোলাম মোহাম্মদ শাহ, স্যার নবাব সলিমুল্লাহ বাহাদুর, নওয়াব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী, স্যার খাজা নাজিম উদ্দিন, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, খান বাহাদুর এম, আজিজুল হক, খান বাহাদুর এস কে ফজলে ইলাহী, জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও খান বাহাদুর মনজুর মোর্শেদের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৭ খ্রিঃ সালে বাংলাদেশে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সভাপতির দয়িত্ব পালন:

১৯৪৭ সালে কলকাতা আঞ্জুমানের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব এস এম সালাউদ্দিন ঢাকায় আঞ্জুমানের কার্যক্রম শুরু করেন। ১৯৪৭ সাল থেকে অদ্যাবধি এ প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ইস্ট বেঙ্গল, বিচারপতি হামোদুর রহমান, বিচারপতি এস.এম. মোর্শেদ, এ এফ এম আব্দুল হক ফরিদী, এ.ডি.পি.আই, বিচারপতি সৈয়দ এ বি মাহমুদ হোসেন, বিচারপতি আমিনুল ইসলাম, বিচারপতি এ এফ এম আহসান উদ্দিন চৌধুরী(প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি), সৈয়দ আজিজুল হক, এ বি এম গোলাম মোস্তফা (প্রাক্তন মন্ত্রী ও সচিব), বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরী,এ বি এম গোলাম কিবরিয়া (প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা,আইজিপি, রাষ্টদূত, তাঁহাকে আধুনিক আঞ্জুমানের রূপকার বলা হয়)। বর্তমান দায়িত্বে আছেন জনাব মুফলেহ্‌ আর ওসমানী (প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব)।

১৯৭২ সালে বেওয়ারিশ লাশ দাফন কার্যক্রম শুরু, ১৯৭৯ খ্রিঃ সালে চট্টগ্রাম শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ও শুরুতে যাঁরা অবদান রেখেছেন:

চট্টগ্রাম মিউনিসিপাল এর সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মরহুম সিরাজুল হক মিয়া তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সাল থেকে চট্টগ্রামে বেওয়ারিশ লাশ দাফন কাফন কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭৯ সালে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম চট্টগ্রামে শাখা হিসেবে কেন্দ্রের সাথে যুক্ত হয়ে কার্যক্রম শুরু হয় । চট্টগ্রাম শাখা প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের প্রাক্তন প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মরহুম এস. এম. সালাহ উদ্দীন, মরহুম এম. এ সালাম, মরহুম আবুল খায়ের মেম্বার, জনাব এম এ মালেক, জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ সর্দার, আলহাজ্ব মকসুদ

আহমেদ সর্দার, আলহাজ্ব সফিক আহমেদ সর্দার, জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান (প্রাক্তন উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা) প্রমুখদের মত কিছু উদ্যোমী সমাজসেবক।

পরবর্তীতে চট্টগ্রাম শাখার কার্যক্রম এগিয়ে নিতে সহায়তা করেন মরহুম কাজী আব্দুল কাইয়ুম, মরহুম হাজী মোঃ জাকারিয়া, মরহুম আলহাজ্ব এস.এম শফি, মরহুম আলহাজ্ব গোলাম মোহাম্মদ প্রমূখ সদস্যবৃন্দ।

২০০৫ খ্রিঃ সালে সরকার কর্তৃক দানে প্রাপ্ত ২য় তলা ভবন সহ ২২ কাঠা জমিঃ

চট্টগ্রামে সংস্থার নিজস্ব কোন ভবন ও জমি না থাকায় এর কার্যক্রম বেওয়ারিশ লাশ দাফনের মধ্যেই সীমিত ছিল। ২০০৫ খ্রিঃ সনের ২৬ শে ডিসেম্বর মাত্র ১,০০১/- টাকা প্রতীকি মূল্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম চট্টগ্রাম শাখার কাছে সাফ কবলা বিক্রিমূলে দোতলা বাড়ীসহ ২২ কাঠা (৩৬.৬৯ শতক) জমি হস্তান্তর করেন। এই জমিসহ বাড়ীর প্রকৃত মালিক ছিলেন পাকিস্তানী নাগরিক জনাব মোহাম্মদ আকবর, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ডঃ হাফিজ পাশা জাতিসংঘের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্বে ছিলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট আবেদন করেন যে, বাংলাদেশে তাঁদের ফেলে যাওয়া এই বাড়িটি যেন কোন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দেওয়া হয়।

মানবসেবার ব্রত নিয়ে যিনি চট্টগ্রাম আঞ্জুমানের হাল ধরেছিলেন সেই মহান কান্ডারী প্রকৌশলী মুনাওয়ার আহমদ আজ আমাদের মাঝে নেই। এ জমি ও বাড়ী প্রাপ্তিতে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যাঁরা এ বাড়ী প্রাপ্তিতে অবদান রেখেছেন তাঁদের অদ্যকার সভায় কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। যাঁরা আঞ্জুমানের কর্মকান্ড পরিচালনায় আর্থিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে আসছেন তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। যারা আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামে বিভিন্ন সময়ে অবদান রেখে পরলোকগমন করেছেন তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। চট্টগ্রাম শাখায় অবদান রেখে যাঁরা এই শাখাকে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন তাঁদের অবদান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

২০০৭ খ্রিঃ সালে ত্রাণ বিতরন করতে গিয়ে মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনায় যারা শাহাদাত বরণ করেনঃ

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০০৭ খ্রিঃ তারিখ আঞ্জুমান চট্টগ্রামের ইতিহাসে একটি শোকাবহ দিন, এ দিনে আঞ্জুমানের পক্ষ থেকে চাঁদপুরের হাইমচরে ত্রাণ দিতে যাওয়ার পথে সড়ক দূর্ঘটনায় শাহাদাৎ বরণ করেন অত্র শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মুনাওয়ার আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রকৌশলী হারুন সালাম, র্নিবাহী সদস্য সাহেদুল আলম কাদেরী। তাঁরা বেঁচে থাকলে হয়ত আঞ্জুমান, চট্টগ্রাম ও দেশের জন্য অবদান রেখে যেতে পারতেন। মরহুম প্রকৌশলী মুনাওয়ার আহমদ যাঁর জন্মই হয়েছিল মানব সেবার জন্য, সম্ভবত তাই তিনি প্রতিটি সেবামূলক সংগঠনের সাথে নিজেকে আমৃত্যু নিবেদিত রেখেছিলেন। তিনি মানব সেবার অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। তিনি তাঁর সাথে পেয়েছিলেন তরুণ সমাজসেবী ও শিল্পপতি প্রকৌশলী হরুন সালাম ও সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী ও শিল্পপতি সাহেদুল আলম কাদেরীকে। যাঁরা পারিবারিক সূত্রে মানব সেবার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। এছাড়াও দূর্ঘটনায় শাহাদাৎ বরণ করেন সংস্থার শবাগার রক্ষক কাম ইলেকট্রিশিয়ান মোঃ আজগর খান, মরহুম মুনাওয়ার আহমেদের ব্যক্তিগত ড্রাইভার মোঃ জহিরুল ইসলাম। মারাত্মকভাবে আহত হয়ে অলৌকিকভাবে বেঁচে যান অত্র সংস্থার সহকারী পরিচালক মোঃ সেলিম নাসের।

আরো যারা আজকের এই মহতী সভায় এ সংস্থা প্রতিষ্ঠায় যে সব চিত্তবান পুরুষেরা অবদান রেখেছিলেন তাঁদের সবার স্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যাঁরা চট্টগ্রাম শাখা প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছিলেন তাঁদের প্রতি ও সশ্রদ্ধ সালাম জানাই। যাঁরা এই সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত থেকে মহান আল্লাহর মেহমান হয়ে গেছেন তাঁদের রুহের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ কোভিড -১৯ এর কারনে সংস্থার কর্মকান্ড পরিচালনা খুবই কঠিন ছিল, তবুও আপনাদের সদয় অবগতির জন্য ২০১৯ খ্রিঃ এবং ২০২০ খ্রিঃ ক্যালেন্ডার বছরের শাখার কর্মকান্ডের অগ্রগতির প্রতিবেদন আপনাদের সামনে উত্থাপন করছিঃ-

ক) আঞ্জুমানের চট্টগ্রাম শাখার স্থায়ী ও অন্যান্য সম্পদ (অংংবঃং) এর বিবরণ ঃ

দোতলা ভবনসহ ২২কাঠা নিজস্ব জমিঃ ২০০৫ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর মৌলানা মোহাম্মদ আলী রোড ও ও. আর. নিজাম রোড সংলগ্ন দোতলা বাড়ীসহ ২২ কাঠা (৩৬.৬৯ শতক) জমি ১,০০১/= (এক হাজার এক) টাকা প্রতিকী মূল্যে রেজিষ্ট্রিকৃত ছাফ কবলামূলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা।

খ) "আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম আনোয়ারা জাকারিয়া এতিম খানা" ঃ

উত্তর-মধ্যম হালিশহরে সংস্থার মরহুম সহ-সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবক হাজী মোহাম্মদ জাকারিয়া সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব হরমুজ শাহ বেলাল হতে কবলা মূলে দানে প্রাপ্ত ০৮ (আট) শতক জমি। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ২৫,০০,০০০(পচিঁশ লক্ষ) টাকা। জমিতে ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা ব্যয়ে দোতলা ভবন তৈরী করে "আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম আনোয়ারা জাকারিয়া এতিম খানা" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

গ) আঞ্জুমান চট্টগ্রামের এ্যাম্বুলেন্স বহর (১টি লাশ পরিবহন এ্যাম্বুলেন্স ও ৫টি এসি এম্বুলেন্স, ২টি ফ্রিজিং এ্যাম্বুলেন্স):

১. চট্টগ্রাম গ্রামার স্কুল থেকে দানে প্রাপ্ত পুরানো চট্ট মেট্রো চ-৫১-১০৪ (১৫০০সিসি) মাইক্রোবাসটিকে বেওয়ারিশ লাশ পরিবহনের জন্য রূপান্তর করা হয়েছে। (২৪/০৪/২০০৩খ্রিঃ)

২. ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ থেকে দানে প্রাপ্ত এসি এম্বুলেন্স চট্ট মেট্রো ছ-৭১- ০০৬৭ (১৭৮০ সিসি, ০২/১১/২০০৩খ্রিঃ)

৩. কিউ. সি লজিষ্টিক থেকে দানে প্রাপ্ত এসি এম্বুলেন্স,চট্ট মেট্রো ছ-৭১-০১৪০ (১৭৮১ সিসি, ২২/০৪/২০০৯খ্রিঃ)

৪. জনাব সেজাদ এ.কে. খাঁন কর্তৃক দানে প্রাপ্ত এসি এম্বুলেন্স, চট্ট মেট্রো ছ-৭১-০১৬৩ (১৭৮১ সিসি, ২৫/০৪/২০১০খ্রিঃ)

৫. এ.কে. খাঁন ফাউন্ডেশন থেকে দানে প্রাপ্ত মোবাইল (ঋৎববুবৎ) মরচুয়ারী চট্ট মেট্রো ছ-৭১-০১৬৮ (২৭০০ সিসি, ২৬/০৫/২০১০খ্রিঃ)।

৬. কাফকো লিঃ থেকে দানে প্রাপ্ত এসি এম্বুলেন্স চট্ট মেট্রো চ-০২- ১৪৬২ (১৯৯৭ সিসি, ০৯/০৬/২০১৮খ্রিঃ)

৭. রোটারী ইন্টারন্যাশানাল ডিষ্ট্রিক-৩২৮২ এর কর্ণফুলী জোন থেকে দানে প্রাপ্ত এ্যামাবুলেন্স, চট্ট মেট্রো -ছ-৭১-০৪৯০(১৪৯৬সিসি, ০৪/০৬/২০২০খ্রিঃ)

৮. ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিঃ থেকে দানে প্রাপ্ত ফ্রিজিং এ্যামবুলেন্স নং শ-১১-৩৮৫৯, ২০১৬ মডেল, ২০০০ সিসি, প্রাপ্ত তারিখ: ২৬/০৮/২০২১ খ্রিঃ

বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম:

১। বেওয়ারিশ লাশ দাফন কার্যক্রম শুরু হয় কলকাতায় ১৯০৫ খ্রিঃ

বেওয়ারিশ লাশ দাফনের মূল লক্ষ্য নিয়ে ১৯০৫ খ্রিঃ সালে কলকাতায় আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রাস্তায়,নদী,খাল, বিভিন্ন হাসপাতাল ও মর্গের পাওয়া বেওয়ারিশ লাশ সংগ্রহ করে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক কাফন দাফনের ব্যবস্থা করে থাকে। লাশ কাফন-দাফনের ব্যবস্থার জন্য একজন ড্রাইভার সহ কাফন দাফনের টিম সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রাখা হয়।

ক। ২০১৯ খ্রিঃ সালে মোট ২৮৪টি লাশ সংগ্রহ করে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা হয়েছে:

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গ থেকে ২০০টি লাশ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ৩টি লাশ, রৌফাবাদ সরকারী শিশু সদন থেকে ২টি লাশ, রাস্তা থেকে ৭৩ টি লাশ, আগ্রবাদ মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল থেকে ৪টি লাশ,ম্যাক্স হাসপাতাল থেকে ১টি লাশ ও পিপলস হাসপাতাল থেকে ১টি লাশ সংগ্রহ করে দাফন করা হয়েছে।

খ। ২০২০ খ্রিঃ সালে মোট ২৬০টি লাশ সংগ্রহ করে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা হয়েছে:

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গ থেকে ১৪৯টি লাশ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ৯টি লাশ, রৌফাবাদ সরকারী শিশু সদন থেকে ৮টি লাশ, রাস্তা থেকে ৮৯ টি লাশ, চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল থেকে ১টি, রয়েল হাসপাতাল থেকে ২টি,চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ১টি ও ফরহাদাবাদ সেইফ হোম থেকে ১টি লাশ সংগ্রহ করে দাফন করা হয়েছে।

২) এ্যাম্বুলেন্স সেবাঃ (৫টি এসি গাড়ি)

বেওয়ারিশ লাশ পরিবহনের এ্যাম্বুলেন্স ছাড়াও ডোনেশনের বিনিময়ে রোগী ও মৃতদেহ পরিবহনের জন্য আমাদের আরো ৫টি এসি এ্যাম্বুলেন্স আছে। ২০১৯ খ্রিঃ সালে ১৮৯টি এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে রোগী পরিবহন সেবা ১১১টি ও লাশ পরিবহন সেবা ৭৮টি । ২০২০ খ্রিঃ সালে ১৪৯টি এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে রোগী পরিবহন সেবা

৬২টি ও লাশ পরিবহন সেবা ৮৭টি।

৩) ভ্রাম্যমান মরচুয়ারী (ফ্রিজার এ্যাম্বুলেন্স) সেবা ঃ

আঞ্জুমান ভবনে স্থাপিত মরচুয়ারী থেকে সেবা গ্রহনে তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। একটি গাড়ীকে ভ্রাম্যমান (ফ্রিজার) মরচুয়-ারী হিসেবে তৈরী করা হয়েছে। ২০১৯ খ্রিঃ সালে ১১৬ টি লাশ পরিবহন ও সংরক্ষণ সেবা দেওয়া হয়েছে। ২০২০ খ্রিঃ সালে ৩৫টি লাশ পরিবহন ও সংরক্ষণ সেবা দেওয়া হয়েছে।

৪) স্থায়ী মরচুয়ারী (ফ্রিজিং শবাগার) সেবা :

আঞ্জুমান ভবনে স্থাপিত মরচুয়ারী থেকে সেবা গ্রহণের জন্য চট্টগ্রামবাসীর প্রতি দৈনিক আজাদীর মাধ্যমে যথেষ্ট প্রচার সত্ত্বেও বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ মৃত্যুর পর লাশ সংরক্ষণের প্রয়োজন হলে, আত্মীয়-স্বজন লাশ দূরে রাখতে চায় না। আঞ্জুমান ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের লাশ সংরক্ষণের এ্যাম্বুলেন্স ছাড়াও অনেক ব্যাক্তি মালিকানাধীন লাশ সংরক্ষণের এ্যাম্বু-লেন্স পাওয়া যায়। তাদের মাধ্যমে লাশ সংরক্ষণ করে থাকে। তবুও আমরা ২০১৯ খ্রিঃ সালে ৮টি লাশ, ২০২০ খ্রিঃ সালে ৬টি সংরক্ষণ করেছি। বর্তমানে চমেক হাপাতালের মরচুয়ীটি (ফিজ্রিং শবাগার) অকেজু হওয়ায় আঞ্জুমানের মরচুয়ীর চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ১০ মাসে ২৬টি লাশ সংরক্ষণ সেবা দেওয়া হয়েছে। সংরক্ষণ সেবা বাবদ আয় হয়েছে ৩,৪৫,৪০০/-টাকা।

৫) ২০০৫ খ্রিঃ সাল থেকে রউফাবাদ সরকারী বালিকা এতিমখানায় নূরানী কোরআন শিক্ষা কার্যক্রম চলছেঃ

যেখানে ৯০% মুসলিম মেয়েদের বসবাস, সেখানে সরকারীভাবে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য কোন শিক্ষিকা নেই। আমরা সেখানে ২০০৫খ্রিঃ সাল থেকে একজন ধর্মীয় শিক্ষক দিয়ে তাঁর বেতন দিয়ে আসছি। ২০১৯ খ্রিঃ সালে ৮ জন বালিকা কোরান শরীফ পাঠ সম্পন্ন করেছে। ২০২০খ্রিঃ সালে ৬ জন জন বালিকা কোরান শরীফ পাঠ সম্পন্ন করেছে।

৬) ২০০৫ খ্রিঃ সাল থেকে চৈতন্য গলি কবরস্থানের জানাযা ভবনে আঞ্জুমানের কোরআন শিক্ষা কার্যক্রম চলছে ঃ

চৈতন্য গলি বাইশ মহল্লা কবরস্থানের জানাজা ভবনে (আঞ্জুমানের প্রাক্তন অফিস) ২০০৫খ্রিঃ সাল থেকে আঞ্জুমানের কোরান শিক্ষা কেন্দ্রে চালু আছে। সুবিধাবঞ্চিত বস্তিবাসী ছেলেমেয়েদের সকাল বেলায় সংস্থার নিয়োগকৃত একজন মৌলানা দ্বারা কোরান শিক্ষা প্রদান করা হয়। ২০১৯ খ্রিঃ সালে ০৮জন বালক ও বালিকা এবং ২০২০ খ্রিঃ সালে ০৫জন বালক ও বালিকা পবিত্র কোরান শরীফ পাঠ সম্পন্ন করেছে। অফিস কর্তৃক উক্ত কোরআন শিক্ষাকেন্দ্র দেখাশুনা করা হয়।

৭) আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম আনোয়ারা জাকারিয়া এতিমখানা ১৯৯৭ খ্রিঃ সালে প্রতিষ্ঠিতঃ

সংস্থার সহ-সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবক মরহুম হাজী মোহাম্মদ জাকারিয়ারার জ্যেষ্ঠ পুত্র নির্বাহী ও উক্ত এতিমখানার সেক্রেটারী জনাব মোঃ হরমুজ শাহ বেলাল ১৯৯৭ খ্রিঃ সালে ০৮ (আট) শতক জমি আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের নামে দান করেন। শর্ত থাকে যে, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম আনোয়ারা জাকারিয়া-এতিমখানা নামে এতিমখানার নামকরণ করতে হবে। আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, চট্টগ্রামের তত্ত্বাবধানে ও মরহুম হাজী জাকারিয়া সাহেবের প্রচেষ্টায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রাপ্ত জমিতে দোতলা ভবন তৈরী করে ২০০৯ খ্রিঃ সাল থেকে এতিমখানা পরিচালিত হয়ে আসছে। এই এতিমখানা পরিচালনার জন্যে ২১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিতে আঞ্জুমানের নির্বাহী কমিটির ৫জন সম্মানিত সদস্য সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব এম এ মালেক, সাধারণ সম্পাদক জনাব নজমুল হক চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ জনাব মোরশেদুল আলম কাদেরী, সহ-সাধারণ সম্পাদক কাজী মোঃ আশেকে এলাহীও নির্বাহী সদস্য প্রকৌশলী মোঃ আসাদ উলাহ প্রতিনিধিত্ব করছেন। বর্তমানে ৪৮ জন এতিমের ভরণ-পোষণের ও শিক্ষার ব্যবস্থা চালু আছে।। বর্তমানে এতিমখানার ছেলেরা কৃতিত্বের সাথে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। এতিমখানা কর্তৃক সংগৃহীত টাকার মধ্যে এখন এতিমখানা তহবিলে প্রায় ০১ (এক) কোটি ৩০ত্রিশ লক্ষ টাকার মত আছে। ছাত্ররা দ্বাদশ শ্রেণিতে ০২ জন, একাদশ শ্রেণিতে ০১জন, দশম শ্রেণিতে ০২জন, নবম শ্রেণিতে ০২জন, অষ্টম শ্রেণিতে ০৩জন ,সপ্তম শ্রেণিতে ০৩জন, ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ০৩জন ,৫ম শ্রেণিতে ০৪জন, ৪র্থ শ্রেণিতে ০৩জন, ৩য় শ্রেণিতে ০৫জন, ২য় শ্রেণিতে ০৫জন ও ১ম শ্রেণিতে ০৭জন ছাত্র লেখাপড়া করছে।

৮) গরীব, দুঃস্থ সাহায্য প্রদান ঃ

অত্র সংস্থা প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৯খ্রিঃ সালে অত্র সংস্থার ড্রাইভার মোঃ আব্দুর রহিমের মুমূর্ষ মায়ের চিকিৎসার সাহায্যের আবেদনের প্রেক্ষিতে ড্রাইভার মোঃ আব্দুর রহিমের মায়ের চিকিৎসার সাহায্যে বাবদ যাকাত তহবিল থেকে এক কালীন ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৯) সংস্থার পক্ষ থেকে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র (কম্বল) বিতরণ ২০১৯খ্রিঃ

মোট প্রাপ্ত কম্বলঃ-

ক) জনাব আবুল কালাম ভুঁইয়া (আজীবন সদস্য) = ১১৪ টি
~~খ) আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম কেন্দ্রীয়~~ অফিস = ৪,১৩০টি
.....
মোট প্রাপ্ত কম্বল = ৪,২৪৪ টি

প্রাপ্ত কম্বল প্রদান ঃ

মাদ্রাসা-এ তৈয়াবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাজিল মাদ্রাসা,হালি শহর	= ৫০ টি
ওয়াজেদিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা, বায়েজীদ	= ৩০ টি
টেকনাফ ও উখিয়াস্থ রোহিঙ্গাদের মাঝে বিতরণ	= ৪,০০০টি
আঞ্জুমান অফিস আঙ্গিনায় সভাপতির মহোদয়ের উপস্থিতে প্রদান	= ১৬৪ টি
সর্ব মোট প্রদান	= ৪,২৪৪টি

১০) আঞ্জুমান অফিস আঙ্গিনায় সভাপতির মহোদয়ের উপস্থিতে কম্বল বিতরণ ২০১৯খ্রিঃ

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম চট্টগ্রাম শাখার ২১, এম. এম আলী রোডস্থ আঞ্জুমান কার্যালয়ের অফিস চত্বরে ২৪শে ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ মঙ্গলবার বেলা ৩:০০ ঘটিকার সময় এক অনাড়ম্বরপূর্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের দুঃস্থ, গরীব শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সংস্থার সভাপতি ও পুলিশ কমিশনার সিএমপি জনাব মোঃ মাহাবুবর রহমান, বিপিএম, পিপিএম, উপ- পুলিশ কমিশনার (সদর) জনাব আমির জাফর, উপ-পুলিশ কমিশনার (দক্ষিন) জনাব মেহেদী হাসান, সহ-সভাপতি জনাব শামসুল আলম শামীম, সহ-সভাপতি অধ্যাপক কাজী শাহাদাৎ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জনাব নজমুল হক চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ জনাব মোরশেদুল আলম কাদেরী, সহ-সাধারণ সম্পাদক কাজী মোঃ আশেকে এলাহী, নির্বাহী সদস্য প্রকৌশলী মোঃ আসাদ উল্লাহ, আলহাজ্ব মোহাম্মদ শাহাজাহান , আজীবন সদস্য জনাব, আবুল কালাম ভুইঁয়া, আলহাজ্ব মেহের আলী চৌধুরী, মো: জয়নুল আবেদীন, সাজেদুল হক হাসান, খায়রুল বাসার প্রমুখ ও পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন।

১১) কেন্দ্রীয় অফিস থেকে প্রেরন কৃত ৪০০০ কম্বল টেকনাফ ও উখিয়াস্থ রোহিঙ্গাদের মাঝে বিতরণ ২০১৯ খ্রিঃ

কেন্দ্রীয় অফিস থেকে প্রেরিত ৪,০০০(চার হাজার) টি কম্বল কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবিরের শরনার্থীদের মাঝে অত্র শাখার সভাপতি ও পুলিশ কমিশনার জনাব মোঃ মাহাবুবর রহমান, বিপিএম,পিপিএম, এর নির্দেশক্রমে শাখার সহ-সভাপতি ও অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার জনাব শ্যামল কুমার নাথ এর নেতৃত্বে কোষাধ্যক্ষ মোরশেদুল আলম কাদেরী ,সিএমপির অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার প্রকৌশলী মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (দক্ষিন) মোঃ আব্দুর রউফ, সহকারী পুলিশ কমিশনার(বন্দর) মোঃ কামরুল হাসান ও সহকারী পরিচালক মোঃ সেলিম নাসের সহ ৬ সদস্যের ১টি টিম , সিএমপির ৩টি গাড়ী ও ২টি কাভার্ড ভ্যান যোগে কক্সবাজার পুলিশ রেষ্ট হাইজে গত ২৬/০১/২০২০ খ্রিঃ তাং রাতে গিযে অবস্থান করেন। পরদিন ২৭/০১/২০২০ খ্রিঃ তাং উক্ত সদস্যবৃন্দ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে সারাদিনব্যপী অবস্থান করে পূর্ব থেকে তালিকা করা ও কার্ড বিতরণ করা উখিয়া রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবিরে ৪টি ক্যাম্পে ২ হাজার এবং টেকনাফ রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবিরে ৪টি ক্যাম্পে ২ হাজার কম্বল মোট ৪ হাজার কম্বল বিতরণ করেন। উখিয়া ৪টি ক্যাম্পে কম্বল বিতরণ করেন আঞ্জুমানের সহ-সভাপতি ও অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার জনাব শ্যামল কুমার নাথ, কোষাধ্যক্ষ মোরশেদুল আলম কাদেরী , অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (দক্ষিন) শাহ মোঃ আব্দুর রউফ, আরো উপস্থিত ছিলেন উখিয়া সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার জনাব

আদনান নাহিয়ান, উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল মনসুর ও পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ।

টেকনাফের ৪টি ক্যাম্পে কম্বল বিতরণ করেন সিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (সদর) প্রকৌশলী মোহাম্মদ হাছান চৌধুরী, সিএমপির সহকারী পুলিশ কমিশনার (বন্দর) মোঃ কামরুল হাসান, সহকারী পরিচালক মোঃ সেলিম নাসের আরো উপস্থিত ছিলেন টেকনাফ রোহিঙ্গা শরনার্থী ক্যাম্পের ইনচার্জ উপ সচিব জনাব আব্দুল হান্নান ও পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ।

১২) সংস্থার পক্ষ থেকে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র (কম্বল) বিতরণ২০২০খ্রিঃ

মোট প্রাপ্ত কম্বলঃ-

ক) জনাব আবুল কালাম ভুঁইয়া (আজীবন সদস্য) = ১২৮ টি
খ) আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম কেন্দ্রীয় অফিস = ৩,২০০টি
গ) সি এম পি কর্তৃক = ১০০টি

মোট প্রাপ্ত কম্বল = ৩,৪২৮টি

প্রাপ্ত কম্বল প্রদান ঃ

ক) পূর্ব মোহরা আজিজিয়া এশাআতুল উলুম মাদ্রাসা ও এতিমখানায় প্রদান = ৭৭ টি
খ) ওয়াজেদিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা ,বায়েজীদ প্রদান = ৩৭ টি
গ) টেকনাফ রোহিঙ্গাদের মাঝে প্রদান = ৩,০০০টি
ঘ) বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ বিভাগীয় শাখা প্রাঙ্গনে (সভাপতির উপস্থিথিতে) প্রদান = ২০০টি
ঙ) অফিস আঙ্গিনায় সদস্যদের উপস্থিতিতে প্রদান = ১১৪ টি

সর্ব মোট প্রদান = ৩,৪২৮টি

১৩) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান পুলিশ ও আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম চট্টগ্রামের যৌথ উদ্যেগে প্রবীনদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণঃ

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান পুলিশ ও আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম চট্টগ্রামের যৌথ উদ্যেগে গত ১৩/০১/২০২১ খ্রিঃ সকাল ৯ ঘটিকায় বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ কার্যলয়ে দুঃস্থ অসহায় প্রবীণদের মাঝে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শীত বস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয় । উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সালেহ মোহাম্মদ তানভীর, পিপিএম পুলিশ কমিশনার, সিএমপি ও সভাপতি আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম, যিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আমির জাফর, উপ পুলিশ কমিশনার (সদর) সিএমপি, ও নির্বাহী সদস্য আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম, মোরশেদুল আলম কাদেরী, কোষাধ্যক্ষ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম ও যগ্ম সম্পাদক প্রবীণ হিতৈষী সংঘ চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা । আরও উপস্থিত ছিলেন মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম, সহকারী পুলিশ কমিশনার (ষ্টাফ অফিসার), জনাব পরিত্রাণ তালুকদার, সহকারী পুলিশ কমিশনার বায়েজীদ, জনাব মোঃ আতাউর রহমান খন্দকার, ভারপ্রপাপ্ত কর্মকর্তা চান্দগাঁও থানা, সিএমপি, চট্টগ্রাম । বাংলাদেশ প্রবীন হিতৈষী সংঘের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বাবু মতিলাল দেওয়ানজী সহ-সভাপতি, আলহাজ্ব আবু তাহের সাধারণ সম্পাদক, জনাব হারুনুর রশিদ কোষাধ্যক্ষ, হাবিবুর রহমান চৌধুরী সাংগঠনিক সম্পাদক, নির্বাহী সদস্য, হাজী আবু তাহের ও সহিদ সরওয়ার খান এবং মোঃ সেলিম নাসের, সহকারী পরিচালক, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম প্রমুখ । শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন আলহাজ্ব আবু তাহের সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রবীন হিতৈষী সংঘ । প্রধান অতিথি তাহার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন এই বৎসর আমারা চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ও আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম যৌথ উদ্যেগে সংক্ষিপ্ত আকারে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হলেও আগামীতে বৃহত্তর আকারে ব্যবস্থা নিবেন । তিনি নগর বাসীকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা করার জন্য আহবান জানান বিশেষ করে কিশোররা যেন কোন অপরাধে জড়িত না হন এবং কিশোররা যেন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে এ ব্যাপারে নজর রাখার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহবান জানান । সবাইকে ধন্যবাধ জানিয়ে তাহার বক্তব্য শেষ করেন ।

১৪) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান পুলিশ ও আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম চট্টগ্রামের যৌথ উদ্যেগে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র(কম্বল)ঃ

বিতরণঃ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম চট্টগ্রাম শাখার ২১, এম. এম আলী রোডস্থ আঞ্জুমান কার্যালয়ের অফিস চত্বরে ১৬ জানুয়ারী শনিবার বিকাল ৩:০০ ঘটিকার সময় এক অনাড়ম্বরপূর্ন আনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের দুঃস্থ, গরীব শীতার্তদের মাঝে শীত বস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয় । উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্জুমানের নির্বাহী সদস্য ও উপ পুলিশ কমিশন-

ার (সদর) মোঃ আমির জাফর, আরও উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ মোরশেদুল আলম কাদেরী, সহ-সাধারণ সম্পাদক কাজী মোঃ আশেকে এলাহী, নির্বাহী সদস্য হাজী জাহানারা বেগম (লুনা), জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ শাহাজাহান, নিজাম উদ্দীন মাহমুদ হোসাইন এবং সহকারী পরিচালক মোঃ সেলিম নাসের প্রমুখ। তাছাড়া আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ শীত বস্ত্র (কম্বল) বিতরণ অনুষ্ঠানে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান শেষে উপ পুলিশ কমিশনার (সদর) মোঃ আমির জাফর, সংস্থার নেতৃবৃন্দদ্বয়কে সাথে নিয়ে আঞ্জুমান বহুতল ভবন নির্মাণ পকল্প পরিদর্শন করেন।

১৫) আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম কর্তৃক টেকনাফস্থ রোহিঙ্গাদের জন্য কম্বল প্রেরন ও প্রদানঃ

কেন্দ্রিয় অফিস থেকে প্রেরিত কক্সবাজারস্থ রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবিরের শরনার্থীদের মাঝে বিতরণের জন্য ৩০০০ কম্বল অত্র শাখার সভাপতি ও পুলিশ কমিশনার চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ জনাব সালেহ মোহাম্মদ তানভীর, পিপিএম, এর তত্বাবধানে কক্সবাজারস্থ টেকনাফের রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবিরের শরনার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। উক্ত কম্বল গত ০৬/০১/২০২১ খ্রিঃ তাং একটি টিম গঠন করে অত্র শাখার সভাপতি ও পুলিশ কমিশনার, সিএমপি জনাব সালেহ মোহাম্মদ তানভীরের সভাপতিত্বে, সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব ত্রম ত্র মালেক, নির্বাহী সদস্য ও উপ পুলিশ কমিশনার (সদর) মোঃ আমির জাফর, সাধারণ সম্পাদক নজমুল হক চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ মোরশেদুল আলম কাদেরী, আজীবন সদস্য জনাব কে.এম. ফজলে এলাহী টিপু ও সহকারী পরিচালক মোঃ সেলিম নাসের এর উপস্থিতিতে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রেরণ করেন। টিম সদস্যরা হলেন অত্র শাখার সহকারী পরিচালক মোঃ সেলিম নাসের, পুলিশ পরিদর্শক চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ মোঃ আব্দুল আলীম, পুলিশ সদস্য সিএমপি, মোঃ মনির হোসেন, অত্র শাখার কর্মচারী মোঃ আনোয়ারুল হক, উক্ত টিম গত ০৬/০১/২০২১ খ্রিঃ তাং সিএমপির একটি গাড়ি ও কম্বল সহ একটি কাভার্ড ভ্যান নিয়ে কক্সবাজারস্থ টেকনাফে রাতের বেলায় অবস্থান করেন। সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশক্রমে নয়াপাড়া পুলিশ ক্যাম্প কর্তৃক পূর্ব থেকে কম্বল বিতরণের প্রস্তুতি রাখা হয় ও পুলিশ ক্যাম্প সংলগ্ন ৫টি রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবির নয়াপাড়া ক্যাম্প লেদা ক্যাম্প আলী খানী ক্যাম্প, জাদি মোড়া ক্যাম্প ও শালবাগান ক্যাম্পে টোকেন বিতরণ করে রাখা হয়। পরদিন ০৭/০১/২০২১ খ্রিঃ তাং সকাল বেলা নয়াপাড়া পুলিশ ক্যাম্পে সহকারি পুলিশ সুপার এটিএম তফাজ্জল হোসেনের সভাপতিত্বে টিম সদস্য টেকনাফ থানার উপ-পরিদর্শক মোঃ আব্দুর রউফ উক্ত ৫ ক্যাম্পে চেয়ারম্যান ও মাঝিদের নিয়ে কম্বল বিতরণ নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে টোকেন প্রদান কারীদের মাঝে টোকেন সংগ্রহ করে ৩০০০ কম্বল বিতরণ করা হয়।

১৬) বেওয়ারিশ লাশ দাফনের জন্য একটি কবরস্থান বিশেষ প্রয়োজনঃ

বেওয়ারিশ লাশ দাফনের উদ্দেশ্যে সংস্থাটি গঠিত হলেও অধ্যাবধি নিজস্ব কবরস্থানের কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। চট্টগ্রাম শাখার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নগর ২২ মহলা কমিটির বদান্যতায় চৈতন্য গলি কবরস্থানে ঐ সব হতভাগ্য ঠিকানাবিহীন লাশদের দাফন করা হচ্ছে। কবরস্থান সমস্যা সমাধানের জন্য অত্র সংস্থার সহ-সভাপতি জনাব শামশুল আলম শামীম একখন্ড জমির খোঁজ দিয়েছেন। জায়গাটি তাঁহার শিল্প প্রতিষ্ঠান ঈঠঙ চবঃৎড়পযবসরপধষ্ জবভরহবৎু খঃফ. সীমানা সংলগ্ন নাসিরাবাদ শিল্প এলাকায় অবস্থিত। তিনি কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে ঐ জমির তথা কবরস্থানের প্রাচীর তৈরী করে পবিত্রতাসহ রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছেন। জায়গাটি জেলা প্রশাসনের অধীনে। এই কবরস্থানের জায়গা বরাদ্ধের বিষয়ে সর্বশেষ হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক উক্ত কবরস্থানের দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তে চেয়ে জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম এর নিকট মূল নথি পেশ করেছিলেন। উক্ত মূলনথি গত ২৬/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অত্র সংস্থার সহকারী পরিচালক হাতে হাতে ঢাকায় সংশিষ্ট দপ্তরে জমা দিতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী ভূমি মন্ত্রনালয় জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে মন্ত্রী মহোদয় তাহার থাকা কালে এই কবর স্থানের বরাদ্ধ দিবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং এ ব্যাপারে নিয়মিত যোগাযোগ ও তদবির করা হচ্ছিল। ভূমি মন্ত্রণালয় উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে জমিটি খতিয়ানে উলেখিত পাহাড় শ্রেণির জমি বিধায় বন্দোবস্তে দেওয়ার সুযোগ নাই বলে উলেখ করে গত ১৩/১১/২০১৭ খ্রিঃ আঞ্জুমানকে চিঠি দেন। উক্ত জায়গায় বর্তমানে কবরস্থান আছে উলেখ করে সাধারণ সম্পাদক মহোদয় কর্তৃক পূনরায় বন্দোবস্তে চেয়ে বেশ কয়েকবার চিঠি দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ গত ১২/০৯/২০১৮খ্রিঃ তাং ভূমি মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী ভূমি মন্ত্রনালয় জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ মহোদয়ের সাথে সংস্থার সভাপতি ও নেতৃবৃন্দসহ সাক্ষাৎ করা হবে। এ ছাড়াও বৃহত্তর পরিসরে কোথাও জায়গা পাওয়া যায় কিনা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ও নানাভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে।

১৭) ফ্রি-ফ্রাইডে ক্লিনিক ও বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান বাবদ ২০১৯-২০২০ সালের খরচ ঃ

গত ২৫/১০/২০১৬ খ্রিঃ তাং এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুঃস্থ গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম চট্টগ্রাম শাখা কর্তৃক ফ্রি- ফ্রাইডে ক্লিনিক উদ্বোধন করা হয়। আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম চট্টগ্রাম শাখার

সিনিয়র সহ-সভাপতি ও দৈনিক আজাদীর সম্পাদক জনাব এম.এ মালেকের সভাপতিত্বে উক্ত ফ্রি-ফ্রাইডে ক্লিনিক উদ্বোধন করেন অত্র সংস্থার সভাপতি ও পুলিশ কমিশনার, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান পুলিশ, চট্টগ্রাম, জনাব মোঃ ইকবাল বাহার, বিপিএম, পিপিএম।

ক. ২০১৯খ্রিঃ সালে ১১৮৯ জন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ১৩৫৯ জন প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা ২৮৩ জন ছেলে শিশু ও ২৭২ জন মেয়ে শিশুসহ মোট ৩১০৩ জন গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় রোগীকে স্বাস্থ্য (ডাঃ, ঔষধ) সেবা দেওয়া হয়েছে।

খ. ২০২০খ্রিঃ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ১৫৯ জন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ, ১৫১ জন প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা ৩৫ জন ছেলে শিশু ২৪ জন মেয়ে শিশুসহ মোট ৩৬৯ জন গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় রোগীকে স্বাস্থ্য (ডাঃ, ঔষধ) সেবা দেওয়া হয়েছে। এই সেবা প্রতি শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ১জন পুরুষ ডাঃ ও ১জন মহিলা ডাঃ দ্বারা দেওয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারির কারনে আপাতত ফ্রি- ফ্রাইডে ক্লিনিক সেবা বন্ধ আছে।

১৮) ২০১৯ খ্রিঃ সালে ১,২০,০০০/- টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ঃ

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম শাখা গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্নাতক (পাস, সম্মান, মেডিকেল ও প্রকৌশল) ও উচ্চ মাধ্যমিক শাখায় শিক্ষাবৃত্তির কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় বুয়েট এর একজন ছাত্র মোঃ নঈমুল বাসার খানকে মাসিক ৫,০০০/(পাচঁ হাজার) টাকা করে এবং শেখ হাসিনা মেডিকেলের একজন ছাত্র মোঃ হাছানকে মাসিক ৫,০০০/(পাচঁ হাজার) টাকা করে ২০১৯ খ্রিঃ সালে মোট ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

১৯) বহুতল ভবন নির্মাণের ২০১৬ সালের পরিকল্পনা প্রণয়ন (আয়ের উৎসের জন্য আঞ্জুমানের নিজস্ব জমির উপর)ঃ

আয়ের উৎস সৃষ্টির লক্ষ্যে আঞ্জুমানের নিজস্ব ২২ কাঠা জমির ওপর বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংস্থার সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব এম.এ. মালেক এর নেতৃত্বে একটি সাব-কমিটি এবং নির্বাহী সদস্য প্রকৌশলী মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ'র নেতৃত্বে একটি টেকনিকেল সাব-কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। নকশা অনুমোদনের জন্য সি. ডি. এ.তে অনেক আগে থেকেই কাগজ পত্র জমা দেওয়া হয়েছিল। আঞ্জুমান কর্তৃক ২০১১ খ্রিঃ সালের জানুয়ারী মাসে ঈড়হংঁষঃরহম ভরৎস, গ/ঝ জধং অংংড়পরধঃবং কে এই কাজের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সিডিএ'র প্রশাসনিক জটিলতার কারণে অনেকবার নকশা পরিবর্তন করে সিডিএ'র চাহিদা মোতাবেক নকশা সংশোধন করে জমা দেয়া হয়। আঞ্জুমান টাওয়ার নির্মাণ বিশেষ প্রকল্প (বাণিজ্যিক) ছাড়পত্র অনুমোদন প্রদানে সিডিএ'র চেয়ারম্যান গত ১৩/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ আঞ্জুমানের নেতৃবৃন্দের সাথে এক বৈঠকে আশ্বাস প্রদান করেন। কিন্তু সিডিএ কর্তৃক ১৫/০৫/২০১৬খ্রিঃ তারিখ কয়েকটি শর্ত দিয়ে জবারংবফ চষধহ দাখিল করতে বলে। পরে জবারংবফ চষধহ দাখিল করা হয়েছিল এবং তা অনুমোদনও পাওয়া গেছে। বর্তমানে এ ভবন নির্মাণের কাজে অনেক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ঝড়রষ এবংঃ করানো হয়েছে। ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ এরিয়া কর্মাশিয়াল বিবেচনায় প্রাপ্ত অনুমোদনের উপর ভিত্তি করে অধিক আয়তনের ১,৫৫,৪০৭.১১ বঃ ফুঃ বর্তমান ২৪ তলার ফাউন্ডেশন দিয়ে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ১৭ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হবে। আশা করা যাচ্ছে যে, উক্ত এলাকা পুরোপুরি ঈড়সসবৎপরধষ হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে ২৪ তলা ভবন ঋঅজ এবং ঈড়সসবৎপরধষ বিবেচনায় করা যাবে। চট্টগ্রামের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান প্রকৌশলী নিকেতনকে ঝঃংঁপঃঁৎধষ উৎধরিহম এর জন্য ঈড়হংঁষঃধহঃ এবং ঊষবপঃৎরপধষ কাজের জন্য গধুষঁধ উহমরহববৎং' কে ঈড়হংঁষঃধহঃ ও চৎড়লবপঃ গধহধমবসবহঃ. উহমরহববৎরহম ঈড়ংঁষঃধহঃ (চজঙগউঈ) কে চষঁসনরহম ঈড়হংঁষঃধহঃ (গবপযধহরপধষ) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।প্রকৌশলী নিকেতন রাস এসোসিয়েটস এর সাথে আলোচনা করে অৎপযরঃবপঃঁৎধষ উৎধরিহম অনুযায়ী ঝঃংঁপঃঁৎধষ উৎধরিহম ও অষষরবফ ড়ড়ৎশং ঋরহধষ করার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। প্রকৌশলী নিকেতন সিডিএর সময় অনুযায়ী ড়ড়ৎশ ঝপযবফঁষব তথা ঈড়হংঃংঁপঃরড়হ ঝপযবফঁষব পেশ করেছিলেন। ভবন নির্মাণের কাজ সিডিএ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সময় তথা ০৭/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের পূর্বেই ২৫/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে।

~~ভবন নির্মাণে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে খাঁহফ. বর্তমানে সাধারণ তহবিলে ১৬,৯৪,৭৪৮/- টাকার ঋউজ, জাকাত তহবিলে~~ ১,৫৭,০৯৮৬০/- টাকার ঋউজ এবং ভবন র্নিমাণ তহবিলে ২০,১৭,৮৪০/- টাকা জমা আছে। ভবন নির্মাণে সিডিএ কর্তৃক প্রদত্ত শর্ত অনুযায়ী স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ট্রাফিক বিভাগ,বিদ্যুৎ,ওয়াসা,কেজিডিসিএল, পরিবেশ অধিদপ্তর ও ফায়ার সার্ভিস এর অনাপত্তি পত্র চাওয়া হয়। ইতোমধ্যে স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ট্রাফিক বিভাগ সিএমপি, বিদ্যুৎ,ওয়াসা ও কেজিডিসিএল এর অনাপত্তি পত্র পাওয়া গেছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস এর অনাপত্তি পত্র এখনও পাওয়া যায় নাই। পরিবেশ অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস এর অনাপত্তি প্রাপ্তির কার্য্যক্রম চলমান আছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী ভবনের প্রজেক্ট প্রোফাইল ও এসটিপি তৈরি করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

ভবন নির্মাণের ১ম পর্যায়ে পাইলিং কাজ পাইলিং কন্ট্রাকটর "ইউসুফ কন্সট্রাকশন"কে দরপত্রের মাধ্যমে দেয়া হয়েছিল। ইউসুফ

কন্সট্রাকশন ১৮" ডায়া ৪০ ফুট লম্বা ৩০৭টি শোর পাইল , ১৮'' ডায়া ৪০ ফুট লম্বা ২৩টি কিং পাইল এবং ২০"ডায়া ৭০/৮০ফুট লম্বা ১১৫টি সার্ভিস পাইল সহ সর্বমোট ৪৪৫টি পাইলের মধ্যে ১৮৯টি শোর পাইলের কাজ সম্পন্ন করার পর কোভিড-১৯ এবং পরবর্তীতে নানান অজুহাতে দীর্ঘ দিন কাজ বন্ধ রাখায় ইউসুফ কন্সট্রাকশন এর কার্যাদেশ বাতিল করা হয়। ১৮৯ টি শোর পাইল করতে খরচ হয়েছে ৮৭,৬২,৩০৮/- টাকা। পরবর্তীতে দরপত্রের মাধ্যমে ১৮" ডায়া ৪০ ফুট লম্বা ১১৮টি শোর পাইল, ১৮'' ডায়া ৪০ ফুট লম্বা ২৩টি কিং পাইল এবং ২০"ডায়া ৭০/৮০ফুট লম্বা ১১৫টি সার্ভিস পাইল সহ সর্বমোট ২৫৬ টি "দি প্যারামাউন্ট ইন্টারন্যাশনাল" কে পাইলিং কাজে পাইলিং কন্ট্রাকটর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট পাইলিং কাজ করতে আনুমানিক খরচ হবে ১,৬৩,৭৩,১৪২/- টাকা।

ভবন নির্মাণে সম্মানিত নির্বাহী সদস্য কর্তৃক দান।

		টাকা
০১	জনাব মোঃ মাহাবুবর রহমান, বিপিএম,পিপিএম সভাপতি ও পুলিশ কমিশনার, সিএমপি	১০০,০০০.০০
০২	জনাব নজমুল হক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম,চট্টগ্রাম।	১০০,০০০.০০
০৩	জনাব মোশেদুল আলম কাদেরী, কোষাধ্যক্ষ, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম,চট্টগ্রাম।	১০০,০০০.০০
০৪	প্রফেসর কাজী শাহাদাৎ হোসাইন, সহ-সভাপতি আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম,চট্টগ্রাম।	১০০,০০০.০০
০৫	প্রফেসর খোরশেদ আরা খাঁন, সহ-সভাপতি আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম,চট্টগ্রাম।	১০০,০০০.০০
০৬	ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ, চেয়ারম্যান টেকনিক্যাল সাব কমিটি, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম।	১০০,০০০.০০
০৭	জনাব নিজাম উদ্দিন মাহমুদ হোসেন, নির্বাহী সদস্য আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম,চট্টগ্রাম।	১০০,০০০.০০
		সর্বমোট টাকা = ৭,০০,০০০.০০

ভবন নির্মাণ তহবিল সংগ্রহ জরুরী হয়ে পড়েছে ,এ বিষয়ে আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে সংস্থা আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। বর্তমানে জনগণের দেয়া জাকাত/ ফিতরা/ সদকা / দান/ এ্যাম্বুলেন্স ও (মরচুয়্যারী) সেবার আয় থেকে এই সংস্থা পরিচালিত হয়।

২০। আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম এর ২৪ তলা নির্মাণাধীন ভবনের শুভ উদ্বোধন ২৫-১১-২০১৯ খ্রিঃ

গত ২৫/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম এর সভাপতি ও সিএমপি কমিশনার মোঃ মাহাবুবর রহমান, বিপিএম, পিপিএম আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম এর বহু প্রতিক্ষীত ২৪ তলা বহুতল ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও মোনাজাত পরিচালনা করেন আলহাজ্ব মাওলানা আহসান উল্ল্যাহ্। মোনাজাতে প্রয়াত সদস্য ও বেওয়ারিশ ~~মৃত্যুবরণ কারীদের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা হয়। উক্ত শুভ~~ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সহ- সভাপতি ও দৈনিক আজাদীর সম্পাদক জনাব এম এ মালেক, সহ-সভাপতি ও অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার জনাব আমেনা বেগম, বিপিএম, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ ইউসুফ সর্দার ,সহ-সভাপতি আলহাজ্ব শামসুল আলম শামীম, সহ- সভাপতি অধ্যাপক কাজী শাহাদাৎ হোসাইন, সহ- সভাপতি অধ্যাপক মোঃ এম কামাল উদ্দিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক নজমুল হক চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ জনাব মোরশেদুল আলম কাদেরী, সহ-সাধারণ সম্পাদক কাজী মোঃ আশেকে এলাহী, নির্বাহী সদস্য ও উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর) শ্যামল কুমার নাথ, নির্বাহী সদস্য হাজী জাহানারা বেগম (লুনা), নির্বাহী সদস্য আলহাজ্ব মোহাম্মদ শাহজাহান, নির্বাহী সদস্য অছিউর রহমান, নির্বাহী সদস্য আফতাব রহিম চৌধুরী (ফেরদৌস), নির্বাহী সদস্য প্রকৌশলী মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ্, নির্বাহী সদস্য জনাব মোঃ হরমুজ শাহ বেলাল, নির্বাহী সদস্য মোহাম্মদ ওসমান গনি ও নির্বাহী সদস্য জনাব নিজাম উদ্দিন মাহমুদ হোসাইন এবং উক্ত সংস্থার আজীবন সদস্য ডাঃ খালেদা ফারুক হোসাইন, ও জনাব এ. এইচ,এম হাবিব উল্লাহ, সহ প্রমুখ।

উদ্বোধনী বক্তব্যে সংস্থার সভাপতি ও সিএমপি কমিশনার মোঃ মাহাবুবর রহমান, বিপিএম, পিপিএম ২৪ তলা ভবন নির্মাণে এগিয়ে আসার জন্য সবাইকে আহবান জানান । সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সিনিয়র সহ- সভাপতি ও দৈনিক আজাদীর সম্পাদক জনাব এম এ মালেক।

২১। গত ০৯/০৬/২০২০ খ্রিঃ তারিখে রোটারী ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব ১টি এ্যাম্বুলেন্স প্রদানঃ

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম চট্টগ্রাম এ্যাম্বুলেন্স বহরে যুক্ত হল আরও একটি এ্যাম্বুলেন্স। সম্প্রতি রোটারী ইন্টারন্যাশনাল ১টি এ্যাম্বুলেন্স আঞ্জুমান চট্টগ্রামকে দান করেন। গত ০৯/০৬/২০২০ খ্রিঃ তারিখে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিএমপি'র আঙ্গিনায় এ্যাম্বুলেন্সের চাবি রোটারী ইন্টারন্যাশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ৩২৮২ এর কর্ণফুলী জোনের এ্যাম্বুলেন্স প্রকল্প চেয়ারম্যান রোটারিয়ান সামিনা ইসলামের পরিচালনায় সিএমপি'র কার্যালয়ের সম্মুখে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম চট্টগ্রামকে কোভিড-১৯ রোগী ও লাশ পরিবহনের জন্য একটি এ্যাম্বুলেন্স দান করেন রোটারী গর্ভনর প্রিন্সিপাল কর্নেল (অবঃ) এম আতাউর রহমান পীর। এ্যাম্বুলেন্সের চাবি হস্তান্তর করেন আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম চট্টগ্রাম এর সভাপতি ও পুলিশ কমিশনার, সিএমপি, জনাব মাহাবুবর রহমান বিপিএম, পিপিএম ও সংস্থার সহ-সাধারণ সম্পাদক রোটারিয়ান কাজী মোঃ আশেকে এলাহীর নিকট । রোটারী কর্ণফুলী জোনের পক্ষে রোটারিয়ান লে. গর্ভনর মাহফুজুল হক ও রোটারিয়ান মতিয়ার রহমান মানবতার কল্যাণে রোটারী কার্যক্রমের উপর বক্তব্য রাখেন। আঞ্জুমান এর পক্ষে সভাপতি ও পুলিশ কমিশনার সিএমপি, জনাব মাহাবুবর রহমান বিপিএম, পিপিএম রোটারী ইন্টারন্যাশনাল ৩২৮২-এর রোটারী গর্ভনর প্রিন্সিপাল কর্নেল (অবঃ) এম আতাউর রহমান পীর ও কর্ণফুলী জোন সহ অন্যান্য রোটারিয়ানদের এ্যাম্বুলেন্স প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এডিশনাল লেঃ গর্ভনর ও আঞ্জুমানের র্নিবাহী সদস্য জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান, আঞ্জুমানের র্নিবাহী সদস্য জনাব নিজাম উদ্দিন মাহমুদ হোসেন,ডেপুটি গর্ভনর এম নজরুল ইসলাম, এ্যাসিসটেন্ট গভর্নর কামরুউদ্দিন ভুঁইয়া, রোটারিয়ান ফয়সাল আজিম. রোটারিয়ান নজরুল ইসলাম, রোটারিয়ান এরাদাত উল্যাহ, রোটারিয়ান কালাম, রোটারিয়ান শওকত হোসেন, রোটারিয়ান এস কে আজীম পিন্টু, রোটারিয়ান আনোয়ার হোসেন, রোটারিয়ান আলী হোসেন আকবর আলী, রোটারিয়ান হাবীব মহিউদ্দিন, রোটারিয়ান শিমুল মাহমুদ, রোটারিয়ান মইনুদ্দিন টুটুল ও রোটারিয়ান সাইফুদ্দিন। প্রদত্ত এ্যাম্বুলেন্স প্রাপ্তির জন্য আঞ্জুমানের সহ-সাধারণ সম্পাদক জনাব কাজী মোঃ আশেকে এলাহী অগ্রনী ভূমিকা রাখেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সহ-সাধারণ সম্পাদক জনাব কাজী মোঃ আশেকে এলাহীকে, আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি রোটারী নেতৃবৃন্দকে।

২২। কোভিড-১৯ এ আঞ্জুমান মুফিদুল চট্টগ্রামঃ (২৩/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখে শুরু)

কোভিড-১৯ সময়কালে গত ২২/০৩/২০২০ খ্রি তারিখ অনুষ্ঠিত বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অতি সাবধানতার সাথে লাশ দাফন ও রোগী পরিবহন করা হয়েছে। রোগী পরিবহন করতে গিয়ে আঞ্জমান চট্টগ্রাম কর্তৃক চট্টগ্রামে প্রথম শনাক্তকারী কোভিড-১৯ রোগী পরিবহন সেবা দেওয়া হয়েছিল। যা পরিবহনের পরে কোভিড-১৯ শনাক্ত হয়। যার কারনে সেবা দানকারী সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কোয়ারেইন্টানে থাকতে হয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রমনের ১ম দিকে কোন সংস্থা রোগী ও লাশ বহন করে নাই। আঞ্জমান কর্তৃক সীমিত সাধ্যের মধ্যে লাশ দাফন ও রোগী পরিবহন সেবা দেয়া হয়েছে। বেওয়ারিশ লাশ দাফনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে/অবহিত করে কাফন-দাফন করা হয়েছে। চমেক মর্গ ও রাস্তা-ঘাট থেকে বেশ কিছু করোনা সিমটম লাশ কাফন দাফন কাফন করা হয়েছে। উপ-পুলিশ কমিশনার (সিএসবি) সিএমপি মহোদয়ের নির্দেশ ক্রমে চকে ও জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশান ওর্য়াডের বেশ কিছু লাশ দাফন কাফন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ তথ্য গোপন করেও অনেক সেবা গ্রহনকারী লাশ ও রোগী পরিবহন সেবা নিয়েছেন। রোটারী ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক কোভিড-১৯ রোগী পরিবহন এর জন্য এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হলে সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশ ক্রমে সিএমপির তত্ত্বাবধানে আঞ্জুমান কর্তৃক একজন ড্রাইভার নিয়োগ করে একক ভাবে ৩০৪ জন কোভিড-১৯ রোগী ও একটি লাশ পরিবহন সেবা দেয়া হয়েছে।

২৩। ইবিএল কর্তৃক চট্টগ্রাম আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামকে ২৬/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখে এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেন:

ইস্টার্ণ ব্যাংক লিঃ (ইবিএল) চট্রগ্রামের আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামকে উপহার হিসেবে একটি ফ্রিজার অ্যাম্বুলেন্স (মোবাইল মরচুয়ারী) প্রদান করেছে। অ্যাম্বুলেন্সটি মৃতদেহ পরিবহন ও সংরক্ষণ কাজে ব্যাবহৃত হবে। গত, ২৬ আগস্ট ২০২১ খ্রিঃ চট্রগ্রাম জেলা প্রশাসক কার্য্যালয়ে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ইবিএল-এর পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মমিনুর রহমান আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম কর্মকর্তাদের অ্যাম্বুলেন্সের চাবি হস্তান্তর করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডি'র প্রতিনিধি ডঃ বদিউল আলম; চট্রগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুমনী আক্তার; চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর) ও নির্বাহি সদস্য আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম চট্টগ্রাম মো: আমির জাফর; আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম চট্টগ্রাম এর পক্ষে সহ- সভাপতি ইউসুফ সর্দার, কোষাধ্যক্ষ মোরশেদুল আলম কাদেরী, সহ-সাধারণ সম্পাদক কাজী মোঃ আশেকে এলাহী। ইবিএল-এর পক্ষে এস.ই.ভি.পি ও হেড অব কর্পোরেট বিজনেস- চট্টগ্রাম আশরাফ উজ জামান; ই.ভি.পি ও হেড অব রিলেশনশিপ ইউনিট-১, কর্পোরেট ব্যাংক- চট্টগ্রাম

সঞ্জয় দাস; এস.ভি.পি ও হেড অব রিলেশনশিপ ইউনিট-২, কর্পোরেট ব্যাংক- চট্টগ্রাম মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন; এস ভি পি ও ব্রাঞ্চ এরিয়া হেড- চট্টগ্রাম মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ; ইভিপি ও হেড অব অপারেশন্স শুভ্র কান্তি সাহা।

২৪। এছাড়া সংস্থাকে অন্যভাবে আরো যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের নাম নিম্নে উলেখ করা হল ঃ

জনাব আলহাজ্ব এম. এ. মালেক ৯,৩০,০০০/-টাকার বিজ্ঞাপন বিল অনুদান হিসেবে প্রদান করেছেন ঃ

জনাব আলহাজ্ব এম.এ. মালেক, অত্র সংস্থার সিনিয়র সহ-সভাপতি, শুরু থেকেই আঞ্জুমানকে জনগণের কাছে পরিচিত করা, এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান, দান অনুদান, যাকাত কোরবানরীর পশুর চামড়া সংগ্রহ ও আঞ্জুমান এতিম খানায় দান অনুদান, ফ্রি-ফ্রাইডে ক্লিনিক পরিচালনায় প্রতি বৎসর দৈনিক আজাদীর মাধ্যমে অনেক টাকার ফ্রি বিজ্ঞাপন দিয়ে আসছেন। ছাপানোর বিভিন্ন বিল ও ছাপানোর কাগজ সরবরাহ বাবদে সংস্থার শুরু থেকেই অবদান রেখে আসছেন। তিনি ২০১৯খ্রিঃ সালে ৩,৮১,০০০/= টাকার বিজ্ঞাপন বিল এবং ২০২০খ্রিঃ সালে ৫,৪৯,০০০/= টাকার বিজ্ঞাপন বিল অনুদান হিসেবে প্রদান করেছেন , তিনি ২০১৯খ্রিঃ সালে ৪৬,১০০/-টাকা আঞ্জুমানের যাকাত তহবিলে প্রদান করেছেন এবং ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদন ছাপানোর কাজ করে দিয়েছেন।

জনাব ইয়ার মোহাম্মদ বেলাল হোসেন এর বিভিন্ন সাহায্য প্রদানঃ

বৎসরব্যাপী লাশ দাফনে যে পরিমাণ কাফনের কাপড় প্রয়োজন হয় তার সিংহভাগ দান করে আসছিলেন হাজী গোলাম রসুল সওদাগর ওয়াকফ্ এস্টেটের মরহুম মোতোয়ালী ও সংস্থার সহ-সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম মোহাম্মদ। তিনি গত ২৬/০৯/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মৃত্যুবরন করেন (ইন্না লিলাহে ------ রাজেউন)। তাহাঁর পুত্র আঞ্জুমানের আজীবন সদস্য ও বর্তমান হাজী গোলাম রসুল সওদাগর ওয়াকফ্ এস্টেটের মোতোয়ালী জনাব ইয়ার মোহাম্মদ বেলাল হোসেন ২০১৯ খ্রিঃ সালে ৬৪.০০০/-টাকা মূল্যমানের ১৬০০ গজ কাফনের কাপড় দান করেছেন। ২০২০খ্রিঃ সালে ৬৮.০০০/-টাকা মূল্যমানের ১৬০০ গজ কাফনের কাপড় দান করেছেন। এ ছাড়াও চৈতন্য গলি কবরস্থানে আঞ্জুমানের কোরান শিক্ষা কেন্দ্রের ধর্মীয় শিক্ষককে বেতনের আংশিক প্রতিমাসে ১,০০০/= টাকা করে দিয়ে থাকেন এবং আঞ্জুমান পরিচালিত 'আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম আনোয়ারা জাকারিয়া এতিমখানায়' প্রতিমাসে ৫,০০০/= টাকা করে প্রদান করে আসছেন। তিনি প্রতি বৎসর আঞ্জুমানের ষ্টাফদের শুকনো ইফতারী সরবরাহ করে থাকেন।

সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করিম এর ৮,৭০,০০০/- টাকা যাকাত প্রদান ঃ

মেসার্স সফি মোটরস্ এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও সংস্থার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব এস.এম. শফি সাহেব সংস্থার সার্বিক উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। গত ১৫/০৯/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি --------- রাজেউন)। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আঞ্জুমানের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। মেসার্স সফি মোটরস্ এর বর্তমান চেয়ারম্যান ও সংস্থার র্নিবাহী সদস্য সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করিম তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ ২০১৯ খ্রিঃ সালে আঞ্জুমানের যাকাত তহবিলে টাঃ ৪,৩৫,০০০/-(চার লক্ষপয়ত্রিশ হাজার) মাত্র, ২০২০ খ্রিঃ সালে আঞ্জুমানের যাকাত তহবিলে টাঃ ৪,৩৫,০০০/-(চার লক্ষপয়ত্রিশ হাজার) মাত্র প্রদান করেছেন।

২৫। নিয়মিত দান/অনুদান সংগ্রহ ঃ

ক) মাসিক অনুদান: সংস্থার মাসিক নিয়মিত ব্যয় নির্বাহের জন্য নিয়মিত আয়ের উৎস তৈরী একান্ত প্রয়োজন। তাই সংস্থার দান অনুদান বৃদ্ধিকল্পে সকলকে আরো বেশী উদ্যোগী হতে হবে।

জনাব মির্জা সালমান ইস্পাহানির ২,৪০,০০০/- টাকা প্রদান ঃ তিনি হোসাইনিয়া ট্রাস্টের পক্ষে ২০০৬ খ্রিঃ সালের অক্টোবর মাস থেকে নিয়মিত মাসিক ১০,০০০/= টাকা অনুদান অব্যাহত রেখেছেন। বর্তমানে অনুদান টি এম এম ইস্পাহানী লিঃ এর পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে ।

মিসেস নাদেরা বানু বেগমের ৪২,৫০০ টাকা প্রদান ঃ বাংলাদেশ এলিমেন্টারী স্কুলের অধ্যক্ষ, মিসেস নাদেরা বানু বেগম, সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রিঃ হতে নিয়মিত ভাবে অত্র শাখায় মাসিক ১,০০০/= টাকা, গত মে ২০১৩ খ্রিঃ থেকে প্রতি মাসে ২,০০০/= টাকা, মে ২০১৪খ্রিঃ মাসে ১২,০০০/= টাকা এবং জুন, ২০১৪ খ্রিঃ মাস থেকে ১২,১০০/= টাকা করে অনুদান দিয়ে আসছিলেন।

জনাব জাহানারা বেগম ঃ তিনি অত্র শাখায় ডিসেম্বর, ২০১২খ্রিঃ হতে নিয়মিত অনুদান অব্যাহত রেখেছেন ।

ডাঃ মিসেস খুরশিদ আরা বেগমঃ ডাঃ মিসেস খুরশিদ আরা বেগম আঞ্জুমান পরিচালিত ফ্রি-ফ্রাইডে ক্লিনিক পরিচালনায় শুরু থেকে অনুদান হিসেবে ঔষধ প্রদান করে আসছেন ।

মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিনঃ তিনি শিক্ষাবৃত্তি বাবদ সংস্থাকে ২০১৮ খ্রিঃ সাল থেকে প্রতিমাসে ২০০০ টাকা করে অনুদান প্রদান করে আসছেন ।

২৬) সংস্থার বর্তমান লোকবল ও এ্যাম্বুলেন্সের আয় ঃ

২০১৯ সালে ৩৩৩ জন রোগীকে সেবা দিয়ে আয় হয়েছে ৯,৯৪,৪০০/- টাকা । ২০২০ সালে ১৯৪ জন রোগীকে সেবা দিয়ে আয় হয়েছে ৪,৩৭,১৫০/- টাকা । ২০২১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ১৯৬ জন রোগীকে সেবা দিয়ে আয় হয়েছে ৪,৯৬,০০০/- টাকা ।

সংস্থার বর্তমান লোকবল ১৩ জন । ০১জন সহকারী পরিচালক, ০১জন হিসাব রক্ষক , ০১ জন সাইট ইঞ্জিনিয়ার, ০৩ জন ড্রাইভার , ০১জন পিয়ন , ০১ জন দারোয়ান , ০৪ জন কবর খননকারী ও লাশ কাফন-দাফনকারী, ০২ জন খন্ডকালীন ধর্মীয় শিক্ষক । অফিসে ০১ জন অফিস এক্সিকিউটিভ এর পদ খালী আছে । অফিস এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন ।

২৭ । বর্তমান আর্থিক অবস্থাঃ

২০১৯ এবং ২০২০ খ্রিঃ সনের ১লা জানুয়ারী হতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আয়-ব্যয় হিসাব সংস্থা নিয়োজিত অডিট ফার্ম শফিক বশাক এন্ড কোং কর্তৃক নিরীক্ষণ করা হয়েছে । নিরীক্ষিত আয়-ব্যয় হিসাব প্রতিবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে ।

১লা জানুয়ারী ২০২১ খ্রিঃ হতে ৩১ অক্টোবর ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত সাধারণ ফান্ডে আয় হয়েছে ২২,২৪,৯৩৪/- টাকা ও ব্যয় হয়েছে ২৬,৪১,৪০৬/- টাকা এবং যাকাত ফান্ডে আয় হয়েছে ২২,১৭,৭৫৪/- টাকা ও ব্যয় হয়েছে ৬২,৪০৪/- টাকা এবং বিল্ডিং ফান্ডে আয় ও ব্যাংক জমা রয়েছে ৪৯,৭১,৪৫৩/- টাকা ও ব্যয় হয়েছে ২৯,৫৪,১০৩/- টাকা । বর্তমানে বিল্ডিং ফান্ডে জমা আছে ২০,১৭,৩৫০/-টাকা ।

২৪/১১/২০২১ ইং তারিখ পর্যন্ত ব্যাংক স্থিতি নিম্নরূপঃ-

এফ ডি আর ও চলতি হিসাব সমূহঃ

ব্যাংক এর নাম	হিসাব/রশিদ নং	জমা টাকা	ম্যাচুউরিটি তারিখ
সাধারণ ফান্ড			
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ সিডিএ এ্যাভেনিউ এমটি ডি আর	০২৩৫৫০০৯৮৬৭	৬,০৩,৫৪৩.০০	২৯/০১/২০২২
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ আগ্রাবাদ এমটি ডি আর	২৫২৯২৪/২১২	৫,৯৮,০৪৯.০০	২৯/০১/২০২২
জনতা ব্যাংক ওয়াসা চলতি	১০২২১	৪,৯৩,১৫৬.০০	
		১৬,৯৪,৭৪৮.০০	
যাকাত ফান্ড			
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ আগ্রাবাদ এমটি ডি আর	২৫২৯৩৭/২২৫	২৩,৩৫,১৩৬.০০	১৯/১১/২০২১
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ সিডিএ এ্যাভেনিউ এমটি ডি আর	০২৩৫৫০০৯৯২৭	১৭,৫৫,৮১১.০০	১৯/০২/২০২২
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ সিডিএ এ্যাভেনিউ এমটি ডি আর	০২৩৫৫০০৯৯২৮	১১,৬৭,৬৩৮.০০	১৯/০২/২০২২
ন্যাশনাল ব্যাংক সিডিএ এ্যাভেনিউ ডিবিএস	১২২-৬০০০০০২৩	৩৬,৮২,৪৯০.০০	১৭/১১/২০২১
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ আগ্রাবাদ এমটি ডি আর	০০৭৫৫০৩০০২২	১১,৫২,৬৮২.০০	৩০/১২/২০২১
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ আগ্রাবাদ এমটি ডি আর	০০৭৫৫০৩০০২১	১১,৫২,৬৮২.০০	৩০/১২/২০২১
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ সিডিএ এ্যাভেনিউ এমটি ডি আর	০২৩৫৫০০৯৯৫২	১২,৫৩,৩৮১.০০	১৬/০১/২০২২
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ সিডিএ এ্যাভেনিউ এমটি ডি আর	০২৩৫৫০০৯৮৩৯	৫,৮৮,৭৬১.০০	১৮/১২/২০২১
অগ্রনী ব্যাংক লিঃ লালখান বাজার সঞ্চয়ী	০০০৯৪৪১৬৭৮	২৬,২১,২৬৯.০০	

		১,৫৭,০৯,৮৬০.০০	
ফি- ফ্রাইডে ক্লিনিক			
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ সিডিএ এ্যাভেনিউ এফ ডি আর	০২৩৩৬০০০২৬৬	২,২৬,৭৮২.০০	
ট্রাস্ট ফান্ড			
জনতা ব্যাংক লিঃ ওয়াসা এফ ডি আর	০০৩০২৪১৯৭	১১,১২,০৪১.০০	প্রতি ৩মাস পর পর
জনতা ব্যাংক ওয়াসা - সঞ্চয়ী	১২৬৭৮১	২৬,৭৩০.০০	
		১১,৩৮,৭৭১.০০	
কবরস্থান ফান্ড			
আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক সিডিএ এ্যাভেনিউ এফ ডি আর	১০০৯৬	৩,৮৩,৯৪০.০০	১১/০৫/২০২২
জনতা ব্যাংক লিঃ ওয়াসা সঞ্চয়ী	১২৫১১৮	১,২৩,৭৪৪.০০	
		৫,০৭,৬৮৪.০০	
ভবন নির্মান ফান্ড			
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ সিডিএ এ্যাভেনিউ সঞ্চয়ী	৩৬০০০২৪৭	২০,১৭,৮৪০.০০	
ডোনেশান ফান্ড			
জনতা ব্যাংক ওয়াসা সঞ্চয়ী	১০৭২৪২	২,৬৫,৪৯১.০০	
আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক সিডিএ এ্যাভেনিউ সঞ্চয়ী	০০৫১৯৬৩৯ (পি,এফ)	২,৯৪,৩৪১.০০	
এ বি ব্যাংক লিঃ এফ ডি আর আলকরণ শাখা	৩৫৮৯২৮৯ (পি,এফ)	৫,৯৮,৬৩৫.০০	০৭/১১/২০২২
		৮,৯২,৯৭৬.০০	

ধন্যবাদ জ্ঞাপন ঃ

সম্মানিত আজীবন ও নির্বাহী সদস্যবৃন্দ, কোভিড ১৯ অতিমারীর কারণে গত দুই বছর পৃথিবী প্রায় স্থবির ছিল। আমরা গত বছর সাধারণ সভা করতে পারি নাই। গত ১০ এপ্রিল ২০১২১ খ্রিঃ তারিখ ৪০ ও ৪১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৯ এবং ২০২০ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কোভিড ১৯ প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় সভা স্থগিত করা হয়। এই পরিস্থিতিতে এতক্ষণ ধৈর্য্য সহকারে এই প্রতিবেদন শুনার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যাঁরা এই সংস্থাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে আসছেন আজকের সভার মাধ্যমে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই প্রতিবেদনে আমাদের কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে। আশাকরি, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে আপনারা এইসব দেখবেন। বিগত ও বর্তমান মাননীয় সভাপতি মহোদয়গণ তাঁদের সরকারী দায়িত্বে শত ব্যস্ততার মাঝেও সংস্থার বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত হয়ে সেবার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। চট্টগ্রামের পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি তা অতুলনীয়। আজকের এই সভার মাধ্যমে সভাপতি মহোদয় ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রশাসনকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাছাড়াও সহ-সভাপতিবৃন্দ, কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, উপ-কমিটির সদস্যবৃন্দ, বিশেষ করে দান অনুদান প্রদানকারী এবং শ্রম দিয়ে অত্র সংস্থার কার্যক্রমকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনায় সাহায্য সহাযোগিতা করার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

নির্বাহী পরিষদের পক্ষে,
(নজমুল হক চৌধুরী)
সাধারণ সম্পাদক

চট্টগ্রাম
১৯/১২/২০২১খ্রিঃ